জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৮৯ • ২২ অগাস্ট, ২০২৫ • ৫ ভাদ্র ১৪৩২ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 89 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 22 AUGUST, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

সুদর্শনের মনোনয়ন

বিরোধী জোটের উপরাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডি বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। জমার আগে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশনেতাদের শ্রদ্ধা জানান। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৯ সেপ্টেম্বর

হলুদ সতর্কতা

দক্ষিণের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা। চলবে সোমবার পর্যন্ত। উত্তরের জেলাতেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মৎস্যজীবীদের রবিবার পর্যন্ত গভীর সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে

প্রমাণই নেই, খুনের মামলায় জামিন পরেশ, স্বপন, পাপিয়ার

এবার চালসার জঙ্গলে লাইনে হাতি, বাঁচিয়ে দিলেন চালক

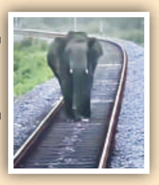

প্রতিবাদে ডেপুটি চেয়ারম্যানের চা-চক্র বয়কট বিরোধীদের

বাংলাময় সংসদ-চত্বর

প্রতিবেদন : বাংলা ভাষা ও বাঙালিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে বাংলাতেই গর্জে উঠলেন বাংলার তৃণমূল সাংসদরা। বৃহস্পতিবার সংসদে বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে সংসদ চত্বর উত্তাল হল বাংলা গান, কবিতার মাধ্যমে।

প্রতিবাদের সুর এতটাই চড়া ছিল যে, সংসদের শেষ দিনে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানের চা-চক্রের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন তৃণমূলের সাংসদরা। দলের সাফ কথা, এই সরকারের সঙ্গে কোনওরকম সহযোগিতার প্রশ্ন আসে না। একদিকে, বাংলাকে এরা হেয় করতে চায়, অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলিকে দুরমুশ করতে কালাকানুন নিয়ে আসছে। এই লড়াই চলতে থাকবে যতদিন না বিজেপিকে কেন্দ্র থেকে সরানো হচ্ছে।

বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। সংসদ চত্বরে প্রতিবাদ তৃণমূল সাংসদদের। বৃহস্পতিবার।

সংসদের অন্দরে যেমন কালাকানুন, এসআইআর, ভাষাসন্ত্রাসের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়, তেমনই সংসদ চত্বরে বাংলাকে হেয় করা এবং অপমান করার প্রতিবাদে তৃণমূলের লোকসভা এবং রাজ্যসভার সাংসদরা ঘুরে ঘুরে গাইলেন রবীন্দ্র-নজরুল গান, করলেন নানা কবিতা আবৃত্তি। অন্য দলের সাংসদরা দাঁড়িয়ে দেখলেন বাংলার সাংসদদের প্রতিবাদের গান।

বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঢুকতেই 'তড়িপার গো-ব্যাক' স্লোগান ওঠে। তৃণমূল সাংসদরা ওয়েলে নেমে তুমুল প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। বুধবার কালাকানুন 'সংবিধান সংশোধন বিল' সংসদে পেশ করে সরকার। প্রতিবাদে উত্তাল হয় বিরোধী শিবির। এদিনও সেই প্রতিবাদের ঝাঁজ ছিল একইরকম। (এরপর ৬ পাতায়)

বর্ধমানে মুখ্যমন্ত্রী

মঙ্গলবার একাধিক উদ্বোধন শিলান্যাস

প্রতিবেদন : ২৬ অগাস্ট বর্ধমান জেলায় প্রশাসনিক সভায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক কর্তা, সাংসদ, বিধায়ক, জনপ্রতিনিধি-সহ আরও অনেকে হাজির থাকবেন। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলের মাঠে হবে এই প্রশাসনিক জনসভা ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান। জানা গেছে, ওইদিন পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও বেশ কিছু উপভোক্তাকে জমির পাট্টাও তুলে দেবেন তিনি। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সদ্য ঘোষিত নতুন সরকারি প্রকল্প 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পের অর্থ উপভোক্তাদের হাতে তুলে দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ২৬ অগাস্ট দুপুর ১২টায় দুই জেলাকে নিয়ে প্রশাসনিক সভা হবে। কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন, পরিষেবা প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী। দুই জেলারই জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভাঙছ কেন?

ভাঙছে পাহাড়, কাঁদছে হৃদয়
জাগছে মানুষজন
পাহাড়-জঙ্গল সব আমাদের
তপস্যার উপবন।
আমার চোখে সবই সুন্দর
দার্জিলিং থেকে হিমালয়
আমার হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটায়
আসাম থেকে মেঘালয়।
আমার কাছে নেই পার্থক্য
ব্রহ্মপুত্র থেকে যমুনা,
নদী সমুদ্রে হয় না বার্ধক্য
গঙ্গা থেকে মেঘনা।
আমার কলমে ফুল-ফল-পাখি
শুধু করে আঁকিবুকি,
স্বর্ণভূমির শস্য ভাঁড়ারে
স্নিগ্ধ হয়ে যায় আঁখি।
আমি তুমি সব সবার মাঝে
সবার মাটি ভূমি
জগৎজুড়ে হৃদয় মাঝারে
ধন্য আমি তুমি।

পুজোয় রিলিজ ৪টি ছবি দেখা যাবে প্রাইম শো'তে

বৃহস্পতিবার ইম্পা ও সিনে স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠক।

প্রতিবেদন : বাংলা ছবির কল্যাণে প্রাইম টাইম শো নিয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। গোটা দেশের মধ্যেই যা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। এবার তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। এবার পুজোয় চারটি বাংলা ছবি রিলিজ করছে। চারটি ছবিই যাতে প্রাইম টাইম শো পায় তা নিশ্চিত করতে ইম্পা ও সিনেমা স্ক্রিনিং কমিটির প্রথম বৈঠক হল বৃহস্পতিবার। ইম্পা ও সিনেমা স্ক্রিনিং কমিটির সভাপতি পিয়া সেনগুপ্তের নেতৃত্বে এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, চারটি বাংলা ছবির প্রযোজক সিনেমা হলগুলির প্রাইম টাইমে শো ভাগাভাগি করে নেবেন। চার প্রযোজকই এই সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়েছেন। পুজোর পর ফের বৈঠক হবে। সেখানে ইম্পা কিছু পলিসি তৈরি করবে। প্রযোজকরা তা মেনে চলবেন বলে (এরপর ৬ পাতায়)

চাপে পড়ে স্বাস্থ্য বিমায় জিএসটি ছাড়ের নাটক তোপ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপে পড়ে শেষপর্যন্ত স্বাস্থ্য এবং জীবনবিমায় প্রিমিয়ামের উপরে ১৮ শতাংশ জিএসটি পুরোপুরি প্রত্যাহারের পথে যেতে বাধ্য হল কেন্দ্রের মোদি সরকার। বৃহস্পতিবার এই নিয়ে একটি প্রস্তাব মন্ত্রিগোষ্ঠীর কাছে পাঠাল কেন্দ্র। মন্ত্রিগোষ্ঠীর প্রায় সব সদস্যই প্রত্যাহারের ব্যাপারে সহমত হয়েছেন। লক্ষণীয়, স্বাস্থ্য এবং জীবনবিমার প্রিমিয়ামের উপর থেকে ১৮ শতাংশ জিএসটি পুরোপুরি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে প্রথম সরব হয়েছিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই জিএসটি (এরপর ১০ পাতায়)

শিকাগো বক্তৃতার ১৩৩ পূর্তিতে বিবেকানন্দ কাপ

সাংবাদিকদের মুখোমুখি ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার।

প্রতিবেদন : স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মসভার ১৩৩ বছর পূর্তি স্মরণ করে নতুন প্রতিভার সন্ধানে রাজ্যে এবার স্বামী বিবেকানন্দ কাপ জেলা ক্লাব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। বৃহস্পতিবার ঘোষণা করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ঘোষণা করে অরূপ জানালেন, ১৮৯৩ সালে ১১ সেপ্টেম্বর স্বামীজির বিখ্যাত বক্তৃতার ১৩৩ বছর পূর্ণ হচ্ছে। সেই বিরল ঘটনাকে সম্মান জানাতেই এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। একই সঙ্গে আইএফএ-রও ১৩৩ পূর্তি। ফলে ক্রীড়া দফতর, রাজ্য সরকার ও আইএফএ-র ত্রিমুখী আয়োজনে টুর্নামেন্ট হতে চলেছে। ১১ সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠে এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। ফুটবলের কথা বলতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী ফের বাংলার ফুটবলারদের বেশি করে অংশগ্রহণের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, আমরা (এরপর ১০ পাতায়)

২
২২ অগাস্ট
২০২৫
শুক্রবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

22 August, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৪৮৫
গোলাপের যুদ্ধ শেষ হল এদিন। ৩২ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইংল্যান্ডের সিংহাসনের ওপর ল্যাঙ্কারস্টার ও ইয়র্কদের দাবিকে ঘিরে চলেছিল এই যুদ্ধ। লাল গোলাপ ছিল ল্যাঙ্কারস্টারদের প্রতীক, সাদা গোলাপ ইয়র্কদের। যুদ্ধশেষে টিউডর রাজবংশ ইংল্যান্ডের শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়।

১৯১০
রেণুকা দাশগুপ্ত (১৯১০-১৯৯১) এদিন ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। গান শিখেছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম এবং দিলীপকুমার রায়ের কাছে। ১৩ বছর বয়সে তাঁর প্রথম রেকর্ডটি ছিল শ্যামাসংগীতের। তাঁর গাওয়া 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' ও 'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে নাহি এল' গানের রেকর্ড একদা বাংলা গানের জগতে আলোড়ন তুলেছিল। এক সময় তিনি খ্যাতির অন্তরালে চলে যান।

১৯৩৫ **গোপীকৃষ্ণ** (১৯৩৫-১৯৯৪) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কত্থক নাচের বারাণসী ঘরানার এই নৃত্যশিল্পী তাঁর নাচে কথাকলি ও ভারতনাট্যমের নানা আঙ্গিক যোগ করেছিলেন। টানা নয় ঘণ্টা কুড়ি মিনিট কত্থক নেচে বিশ্বরেকর্ড করেন। পদ্মশ্রী সম্মান পান ১৯৭৫-এ। ১৯৫৫-তে প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয়, 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে' ছবিতে গিরধরের ভূমিকায়। 'দাস্তান', 'মেহবুবা', 'উমরাও জান', 'নাচে ময়ূরী'-সহ বিভিন্ন ছবিতে কোরিওগ্রাফি করেছেন।

১৮৯৪ **নাতাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস** এদিন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। সংগঠনের সভাপতি ছিলেন দাদা আবদুল্লা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে এই সংগঠনটি গড়ে ওঠে।

১৯৭৯ **ষষ্ঠ লোকসভা** ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি। দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটাতেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। এদিন দুপুর ১২টা ৪০-এ মাত্র ২৬টি শব্দ সম্বলিত একটি বিবৃতি দিয়ে তিনি জানিয়ে দেন, সংবিধানের ৮৫(২খ) ধারা মোতাবেক তিনি লোকসভা ভেঙে দিলেন। বেজে ওঠে নির্বাচনের দামামা।

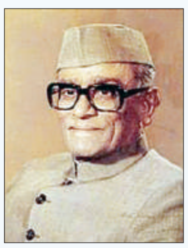

১৯১৫
শম্ভু মিত্র (১৯১৫-১৯৯৭) এদিন কলকাতার ভবানীপুরে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা তথা ভারতের নাট্যজগতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। তাঁর অভিনীত 'নবান্ন', 'ছেঁড়া তার', 'দশচক্র', 'চার অধ্যায়', 'রক্তকরবী', 'পুতুল খেলা', 'রাজা অয়দিপাউস', 'পাগলা ঘোড়া', 'মুদ্রারাক্ষস', 'গ্যালিলিওর জীবন' প্রভৃতি নাটক বাংলা নাট্যজগতে ঝড় তুলেছিল। ১৯৮৫-র সেপ্টেম্বরে অভিনেতা হিসেবে শেষবার মঞ্চে নামেন। ১৯৭৬-এ ম্যাগসেসে পুরস্কার পান। সে বছরই পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৮৩-তে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত করে।

১৮১৮
ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২ -১৮১৮) এদিন মারা যান। ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল। হেস্টিংস যখন ভারতে আসেন তখন আদর্শ শাসনব্যবস্থার কোনও দৃষ্টান্ত তাঁর কাছে ছিল না। তাই শাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে হেস্টিংসের শাসনকাল অতিবাহিত হয়েছিল। নিজ প্রতিভা ও সাংগঠানিক ক্ষমতার জোরে তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থার যে রূপরেখা রচনা করে যান, প্রধানত তার উপরে ভিত্তি করে পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ এক বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। পার্সিভ্যাল ও স্পিয়ারের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'যদি ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন, তবে ওয়ারেন হেস্টিংস তাকে সংগঠিত করে একটি কার্যকরী সংস্থায় পরিণত করেছিলেন, আর কর্নওয়ালিশ আপন চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী তাকে একটি সুসংহত ও সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেছিলেন।'

১৬৩৯
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদিন স্থানীয় নায়েকের কাছ থেকে মাদ্রাজ কিনে নেয়। তখন এটি ছিল ধীবরদের গ্রাম। এক বছরের মধ্যে তারা এখানে গড়ে তোলে সেন্ট জর্জ দুর্গ। এই দুর্গকে ঘিরেই ভারতে প্রথম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বসতি গড়ে ওঠে। সেদিনের মাদ্রাজই আজকের চেন্নাই শহর।

পার্টির কর্মসূচি

বৈদ্যবাটি পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে তদারকি করতে উপস্থিত পুর পারিষদ তথা হুগলি জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮১

■	■	■	১		২		৩
■	৪			■		■	
■	■	■		■		■	
৫				■	■	■	
	■	■	■	৬			
	■	৭	■		■	■	■
	■		■	৮			■
৯					■	■	■

পাশাপাশি : ১. ঝালহীন মোটা এবং নানা রঙের লংকা বা তার গাছ ৪. বন, অরণ্য ৫. রামগিরি ৬. বালিকাদের লাফিয়ে লাফিয়ে মেঝেতে আঁকা ঘর পেরোনোর খেলাবিশেষ ৮. বেষ্টিত, পরিবেষ্টিত ৯. পরিচারিকা।

উপর-নিচ : ১. মন্ত্রিসভা ২. সেলাই ৩. নগণ্য ৫. জোনাকি পোকা ৬. বৈচিত্রহীন ৭. মস্তিষ্ক।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮০ : পাশাপাশি : ১. খেটেল ৪. ভবভবন ৬. মনন ৭. থানাদার ৯. রসধাতু ১২. ঘর্ষণ ১৩. হরিবাসর ১৪. নিয়োগ। **উপর-নিচ :** ১. খেতমজুর ২. লভন ৩. উভয়থা ৫. নর্মদা ৮. রক্ষণভাগ ১০. সন্দেহ ১১. তুন্নবায় ১২. ঘরনি।

২১ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৪৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৯৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৫০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৩৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৩৭০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৭.৯৮	৮৬.৭৩
ইউরো	১০২.৭৮	১০১.১৫
পাউন্ড	১১৮.৬৬	১১৭.০৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ বরখা সেনগুপ্ত

■ কৌশানী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে ঢুকে গেল সবজি বোঝাই গাড়ি। গুরুতর আহত হলেন একাধিক ব্যক্তি। ভাঙল বিদ্যুতের খুঁটি। মধ্যমগ্রামের যশোহর রোডের ঘটনা

রাত্তিরের সাথী : হাসপাতালের বিএসি রিপোর্ট তলব রাজ্যের

প্রতিবেদন : স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে বায়োমেট্রিক লক এবং 'রাত্তিরের সাথী' রূপায়ণে এবার আরও কঠোর হল রাজ্য। বায়োমেট্রিক অ্যাকসেস সিস্টেম নিয়ে রাজ্য জরুরি ভিত্তিতে রিপোর্ট তলব করল সমস্ত হাসপাতালের কাছে।

আরজি কর হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়ার নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুর পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তায় জোর দিয়েছিলেন। সেইমতো ঘোষণা করেছিলেন বায়োমেট্রিক লক সিস্টেম এবং রাত্তিরের সাথী অ্যাপ চালু করার কথা। সেইমতো হাসপাতালগুলিতে বায়োমেট্রিক লকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মূলত বহিরাগতদের প্রবেশ রুখতেই এই বায়োমেট্রিক অ্যাকসেস সিস্টেম।

হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে কর্মী ও রোগীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই লক্ষ্য রাজ্যের। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার দেখতে চাইছে, সমস্ত হাসপাতালে বায়োমেট্রিক লক বসানো হয়েছে কি না এবং তা সঠিকভাবে কাজ করছে কি না। রাজ্য আরও সুনিশ্চিত করতে চাইছে, কোন কোন হাসপাতাল এই বায়ো-লক সিস্টেম চালুর নির্দেশ মানছে না। তাই জরুরি ভিত্তিতে রিপোর্ট তলব। কোন হাসপাতালে এবং কত বায়ো-লক কাজ করছে না তারও রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষ সচিব।

এক বছর আগে হাসপাতালগুলিতে বায়োমেট্রিক সিস্টেম চালু করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে 'রাত্তিরের সাথী' অ্যাপ চালু করার কথাও জানান তিনি। সেই সঙ্গে তিনি এ-কথাও জানিয়েছিলেন যে, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়িত করতে কিছুটা সময় লাগবে। হাসপাতালগুলির নিরাপত্তার জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই টাকা কোন কোন খাতে খরচ হবে তা নিয়েও বিস্তারিত নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বাইরে থেকে প্রচুর লোক হাসপাতালে ঢোকে। সেই কারণেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয় বায়োমেট্রিক অ্যাকসেস সিস্টেমে। হাসপাতালের সুরক্ষার বিষয়টি সর্বাগ্রে সুনিশ্চিত করতে চান তিনি।

পুলিশের শীর্ষ পদে একাধিক রদবদল

প্রতিবেদন : পুলিশের শীর্ষস্তরে বড়সড় রদবদল করল নবান্ন। বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, একাধিক জেলায় পুলিশ সুপার এবং কমিশনারেটের ডিসি পদে নতুন নিয়োগ হয়েছে। সব মিলিয়ে ডায়মন্ড হারবার ও বারাকপুর-সহ মোট ছ'টি জেলা ও কমিশনারেটের শীর্ষ পদে পরিবর্তন করা হয়েছে। পুলিশের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার শ্রীহরি পাণ্ডেকে এসএস, আইবি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় কালিম্পংয়ের নতুন পুলিশ সুপার হলেন অপরাজিতা রাই। তিনি এতদিন ছিলেন উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির এসএস, আইবি। ডায়মন্ড হারবার জেলার এসপি রাহুল গোস্বামীকে পাঠানো হয়েছে ডাবগ্রামের র‍্যাফের সিইও পদে। সেখানে নতুন এসপি হচ্ছেন বিশপ সরকার। তিনি ছিলেন হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (নর্থ)। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরকে পাঠানো হয়েছে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (নর্থ) পদে। অন্যদিকে, অম্লানকুসুম ঘোষ হচ্ছেন বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (ট্রাফিক)। তিনি এতদিন ডায়মন্ড হারবার জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) পদে ছিলেন। শিলিগুড়ির নতুন ডিসি (ট্রাফিক) হচ্ছেন কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তরা খুব শিগগিরই পদে যোগ দেবেন।

■ গড়িয়ার ঢালাই ব্রিজের ফরতাবাদ জলপ্রকল্পের পরিদর্শনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বৃহস্পতিবার।

■ আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে বুথভিত্তিক আলোচনায় উপস্থিত সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার ও আধিকারিকবৃন্দ।

■ আগামী শনি ও রবিবার মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির তলায় ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ধরনা কর্মসূচি পালন করবে জয়হিন্দ বাহিনী। বৃহস্পতিবার মঞ্চ তৈরির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

মোদিকে কড়া জবাব তৃণমূলের

প্রতিবেদন : আজ, শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী এ-রাজ্যে কয়েকটি রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করতে আসছেন। এ-নিয়ে বৃহস্পতিবারই তিনি এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন। তাঁর পোস্টের পরই তাঁকে কড়া জবাব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, নরেন্দ্র মোদির ট্যুইটের ভাষাগুলো অনেকটা ফাটা রেকর্ডের মতো। ওদের ফাটা রেকর্ড 'আব কি বার'-এ এসে আটকে আছে, 'দোশো পার' আর হচ্ছে না। উল্টে ক্রমশ কমে যাচ্ছে। সেই ১৬ সাল, ২১ সাল, পঞ্চায়েত, তারপর লোকসভা ভোটে আমরা এসব কথা শুনেছি। বাংলায় লোকসভা ভোটে বিজেপির আসন কমেছে, তৃণমূলের বেড়েছে। এরপরও তিনি ফাটা রেকর্ডের মতো ওই একই কথা বলে যাচ্ছেন। তিনি ভুলে যাচ্ছেন, যেসব প্রকল্পের উদ্বোধন করতে আসছেন, তার সবগুলোই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছিলেন, তিনিই অনুমোদন করেছিলেন, এর জন্য তিনিই অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। আর ওনারা কী করেছেন? এত বছর ধরে প্রকল্পগুলো শেষ করেননি। দেরি করিয়ে এখন ভোটের সময় এগুলোর উদ্বোধন করে পাথরে নিজেদের নাম তুলতে চাইছেন। এসব ওই এলাকার মানুষ জানে, বাংলার মানুষও জানে। গোটা পরিকল্পনাটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প। এতদিন ওঁরা দেরি করেছেন, এখন ভোটের মুখে এসে উদ্বোধনের নামে নাটক করছেন।

ভারী বৃষ্টি রাজ্যে, জারি হলুদ সর্তকতা

প্রতিবেদন : নিম্নচাপের জেরে বাংলায় বৃষ্টি হবে বলে আগেই জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সেইমতো বুধবার রাত থেকে শুরু হয়েছিল অল্পবিস্তর বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয় শহর তথা শহরতলিতে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সোমবার পর্যন্ত এই ভারী বৃষ্টি চলবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়েছে শহরের একাধিক এলাকা। তবে সঙ্গে সঙ্গে জল নামাতে এবং যানজট এড়াতে তৎপর প্রশাসন। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার সেই তালিকায় যুক্ত হবে পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়াও। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার ও সোমবারও কিছু জেলায় বৃষ্টির তীব্রতা বজায় থাকতে পারে।

বৃষ্টি কোথায় কত

বালিগঞ্জ	১০৭ মিমি
যোধপুর পার্ক	১০৫ মিমি
তপসিয়া	৯৩ মিমি
কামডহরি	৬৭ মিমি
চেতলা লকগেট	৬২ মিমি
কালীঘাট	৫৭ মিমি
কুঁদঘাট	৬০.৮ মিমি
ধাপা	৬১ মিমি

দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরের জেলাতেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার ফের জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়। সপ্তাহান্তে দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা। শনি ও রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়েও। মঙ্গলবার পর্যন্ত পাহাড়ের জেলায় এই আবহাওয়া বজায় থাকবে। উপকূল অঞ্চলে ৫৫ কিলোমিটার পর্যন্ত হাওয়ার গতিবেগ থাকতে পারে। সে-কারণে মৎস্যজীবীদের রবিবার পর্যন্ত গভীর সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

পিছোতে পারে পরীক্ষা

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি'র নতুন নিয়োগ নিয়ে ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বরের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন কিছু চাকরিরত পরীক্ষার্থী। বৃহস্পতিবার সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, রাজ্য চাইলে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবে আদালত। একইসঙ্গে ২০১৬ সালের মতো এবারও গ্র্যাজুয়েশনে ৪৫ শতাংশ নম্বর প্রাপকদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার আবেদনেও সম্মতি দিয়েছে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চ। এছাড়াও ফর্ম ফিল আপের জন্য আরও সাতদিনের অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে।

এসএসসি

আগাম জামিন পেলেন পরেশ, স্বপন ও পাপিয়া

প্রতিবেদন : বেলেঘাটায় বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর মামলায় তদন্তে সহযোগিতার শর্তে কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিন পেলেন তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল। একই মামলায় বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার ও ৩০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাপিয়া ঘোষেরও আগাম জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এদিন এক লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করে আদালত জানিয়েছে, অভিযুক্তদের তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। মামলা সম্পর্কে কোনও উসকানিমূলক মন্তব্য করতে পারবে না। জমা রাখতে হবে পাসপোর্টও।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
22 August, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জিএসটি রাজনীতি

একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি। জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রের সরকার কার্যত সাধারণ মানুষের ওপর দানবীয় অত্যাচার চালাচ্ছে। জিএসটি চালুর সময় বলা হয়েছিল কর প্রক্রিয়াকে সরলীকরণ করতেই এই প্রক্রিয়া। শেষ হওয়ার পর দেখা গেল শিক্ষাতে যে পরিমাণ জিএসটি, স্বাস্থ্যবিমাতেও একই রকম। স্বাস্থ্যবিমার জিএসটি নিয়ে প্রথম আওয়াজ তুলেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন, ১৮ শতাংশ জিএসটি এখনই মকুব করা হোক। তখন শোনেনি কেন্দ্র। কিন্তু ভোট যখন মাথার কাছে ঘণ্টা নাড়ছে তখন জিএসটি তুলে দিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কিন্তু এই জায়গায় দাঁড়িয়েই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কেন্দ্রকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, শুধু প্রিমিয়ামের উপর জিএসটি প্রত্যাহার করলেই চলবে না। কেন্দ্রকে এটাও নিশ্চিত করতে হবে, জিএসটি তুলে দেওয়ার পরিবর্তে প্রিমিয়াম বাড়িয়ে দেওয়ার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। তার কারণ, জিএসটির দরুন যে টাকা এতদিন কেন্দ্রের ঘরে আসত সেই টাকা কোথা থেকে তুলবে কেন্দ্র? প্রশ্ন সকলেরই ছিল। এবং কেন্দ্র যে ঘুরপথে এই টাকা তুলবে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত তৃণমূল-সহ বিরোধী দলগুলি। তাই এখন থেকেই বিজেপিকে সতর্ক করে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া বন্ধ হোক। একদিকে ছাড়ের নামে জিএসটি তুলে দিয়ে ভোটের আগে হাততালি নেওয়ার চেষ্টা, অন্যদিকে প্রিমিয়াম বাড়িয়ে টাকা তোলার চক্রান্ত। মানুষকে অত সহজে আর বোকা বানানো যাবে না।

এবার কোপ রবি ঠাকুরের ওপর

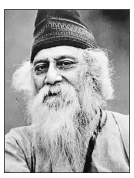

যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্য থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। সংসদে এই সংক্রান্ত প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব এড়িয়েই গেল মোদি সরকার। পরিবর্তে বলা হল, কোনও স্টেট বোর্ডের পাঠসূচিতে ঠিক কী অন্তর্ভুক্ত হবে, আর কোনটা বাদ যাবে, তা সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। আশঙ্কাগ্রস্ত শিক্ষক মহল, বিদ্বজ্জনেরা। কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে গৈরিকীকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি সরকার। আর তা করতে গিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বেমালুম বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা একপ্রকার অসম্পূর্ণ থাকার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে যোগীরাজ্যের স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচি থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা 'ছুটি'র ইংরেজি অনুবাদ 'দ্য হোম কামিং' বাদ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সঙ্গত কারণেই চারিদিক তোলপাড়। রবি ঠাকুর বাদ পড়লেও অপারেশন সিঁদুর কিন্তু সিলেবাসে ঢুকছে প্রবল ভাবে। এনসিইআরটির বিশেষ পাঠ্যসূচিতে 'অপারেশন সিন্দুর' অন্তর্ভুক্ত করার প্রসঙ্গ অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করে নিয়েছে। নিজেদের ঢাক পেটানোর কোনও সুযোগই ওরা হাতছাড়া করতে চায় না।

— **শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা**

নাম বদলের পেছনে আসল অভিসন্ধি

ইমারত, রাস্তা, স্টেশন এমনকী শহর। মোদি জমানায় মুঘল চিহ্ন মুছে ফেলে নতুনভাবে নামকরণের একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। মুঘলসরাই স্টেশনের নাম বদলে হয়েছে দীনদয়াল উপাধ্যায়। এলাহাবাদের নাম হয়েছে প্রয়াগরাজ। নিজেদের হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডা চালাতেই এহেন পদক্ষেপ গেরুয়া শিবিরের। এর মধ্যেই উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুর জেলার জালালাবাদ শহরের নতুন নাম হল পরশুরামপুরী। গেরুয়া শিবিরের কথায়, জালালাবাদ শহর ভগবান পরশুরামের জন্মস্থান। এখানে পরশুরামের বহু প্রাচীন একটি মন্দিরও রয়েছে। শেষমেশ নাম পরিবর্তন করা হল। সবাই জানে এবং বুঝতেও পারছে, এগুলি আইওয়াশ ছাড়া আর কিছুই নয়। নামে মুসলমানি গন্ধ থাকলেই সেটা মুছে দেওয়া হচ্ছে। এটাই আসল কথা।

— **ইমরান রহমান, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

দেশে গণতন্ত্রকে ভেঙে গুঁড়িয়ে হিটলারি শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

জরুরি অবস্থার প্রবল সমালোচক। আবার ওরাই গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরতে ওস্তাদ। এই হল বিজেপি। পদ ছাড়ার সময়সীমা ৩০ নয়, ১৫ দিন করলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু যাঁরা তদন্ত করবেন, তাঁরা দোষ প্রমাণ করতে না পারলে দ্বিগুণ সময় জেল খাটবেন, সেটাও জানানো হোক। সেই দম আছে তো ওদের! জানতে চাইলেন **দেবু পণ্ডিত**

বিজেপির একটা স্বভাবের কথা সবাই জানে ওরা নিজের বেলায় আঁটসুটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটি। ওরা জরুরি অবস্থার প্রবল সমালোচক। আবার ওরাই গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরতে ওস্তাদ।

জরুরি অবস্থাকালে যে পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিকে সংবিধান হত্যা আখ্যাও দিয়েছে বিজেপি।

কিন্তু কেন?

কারণ, ১৯৭৬ সালে সেই সময়কালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন করে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার একঝাঁক ধারা বদলে দিয়েছিল। যার অন্যতম ছিল বিচারবিভাগের অধিকার ও ক্ষমতা হ্রাস। ১৪, ১৯ এবং ৩১ নং ধারায় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি প্রয়োগের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করে সংসদ যে কোনও আইন তৈরি করতে পারে। এই সংশোধনীর পুনর্বিচারে আদালতে যাওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় আইনকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিতে হলে অন্তত সাতজন বিচারপতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বেঞ্চ বসাতে হবে। বিচারবিভাগের ক্ষমতা হ্রাস করার প্রয়াসের তীব্র সমালোচনা হয়। যদিও আবার জনতা দলের সরকার এসে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর অনেকাংশ ফের পূর্বাবস্থায় নিয়ে যায়।

তারও আগে ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্যের মামলায় ২৪, ২৫ এবং ২৯তম সংবিধান সংশোধনী এসেছিল সুপ্রিম কোর্টে রিভিউর জন্য। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানায়, সংবিধানের মূল কাঠামো কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ করা যাবে না।

কিন্তু বুধবার সংসদে পেশ হওয়া সংবিধানের ১৩০তম সংশোধনী বিল যা বলছে সেটা মোটেই গণতান্ত্রিক কাঠামোর অনুকূল নয়। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা কোনও গুরুতর অভিযোগে গ্রেফতার হলে ৩০ দিন পর তাঁদের পদচ্যুতি ঘটবে, এ আইনও তো সংবিধানের মূল কাঠামো তথা মৌলিক অধিকারেরও লঙ্ঘন।

বিজেপি বলছে, দুর্নীতি প্রতিরোধেই এই আইন প্রয়োজন।

দাগি মন্ত্রীর জেলে অবস্থান কালেও উচ্চপদে বসে থাকার দৃষ্টান্ত বিপজ্জনক। সাম্প্রতিককালে অরবিন্দ কেজরিওয়াল কিংবা হেমন্ত সোরেনদের কেন্দ্রীয় এজেন্সি গ্রেফতার করে। তাঁরা জেলে থেকেও দীর্ঘদিন ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর পদে।

অথচ, সংবিধানের ২১ নং ধারা আইনকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। দোষী প্রমাণিত না হলে কেউ দোষী নয়। সুতারং নিছক অভিযোগ অথবা সন্দেহের বশে কোনও মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হলে, তাঁকে ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে আটকে রাখা হল, অথচ পরে দেখা গেল তিনি নির্দোষ!

যদি পরে দেখা যায় তিনি নির্দোষ, তাহলে ৩১ দিনের মাথায় পদচ্যুতির সাজা হবে কীসের ভিত্তিতে? স্পষ্ট জিজ্ঞাসা।

আরও একটা জিজ্ঞাসা, সংবিধানের ২১ নং ধারাই শুধু নয়, ৭৪(১) নং ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মতোই কাজ করতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে গদিচ্যুত করার নির্দেশ দেবেন কখনও?

আরও একটা বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে মোদি সরকার। একনায়কতন্ত্র কায়েমের আরও একটি পদক্ষেপ এই বিল।''

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন, 'বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, মাত্র ২৪০ জন সাংসদকে নিয়ে গণতন্ত্রকে বুলডোজ করার চেষ্টা করছে বিজেপি।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পেশ করা এই বিলের টার্গেটে যে বিজেপি-বিরোধী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী-অন্য মন্ত্রীরা, তা কার্যত স্পষ্ট। ইডি, সিবিআইকে কাজে লাগিয়ে বিরোধী দলের নেতাদের জেলে পাঠানোর কৌশল নিয়েছে বিজেপি। সেই প্রেক্ষিতেই সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে এত আশঙ্কা!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেই দিয়েছেন, ''কালো দিন, কালো বিল! এই বিল প্রমাণ করছে দেশে 'সুপার' জরুরি অবস্থা চলছে। ভারতের গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে মোদি সরকার।

এমন সময় কেন এই বিল আনল সরকার? এসআইআর নিয়ে এখন সরকারের লেজেগোবরে দশা। সেই দিক থেকে নজর ঘোরাতেই কি এই বিল?

নাকি নীতীশকুমার এবং চন্দ্রবাবু নাইডুকে পরোক্ষে হুঁশিয়ারি দেওয়া?

মোদি জমানা ও হিটলারের শাসনকে দাঁড়িপাল্লায় তুললে দেখা যাবে দুটোই একরকম।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেই দিয়েছেন, ''কালো দিন, কালো বিল! এই বিল প্রমাণ করছে দেশে 'সুপার' জরুরি অবস্থা চলছে। ভারতের গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার

এই বিলে আদালতের ক্ষমতাকে খর্ব করা হচ্ছে। এটা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার শামিল। গণতন্ত্রের উপর হিটলারি আঘাত। এক ব্যক্তি, এক দল, এক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই এর মূল লক্ষ্য। ইডি, সিবিআইকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচিত রাজ্য সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা যে চলছে সেটা স্পষ্ট।

ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখানোর সময় তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সাংসদদের হেনস্থা করা হয়েছে। ২০ জন মার্শালকে নিয়ে কাপুরুষের মতো বিল পেশ করতে হয়েছে অমিত শাহকে। মোদি সরকারের ২৮ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। ১৯ জনের নামে খুন, অপহরণ, ধর্ষণের অভিযোগ। তাঁদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? এই প্রশ্নের জবাব মোদিকে দিতে হবে।

পদ ছাড়ার সময়সীমা ৩০ নয়, ১৫ দিন করলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু যাঁরা তদন্ত করবেন, তাঁরা দোষ প্রমাণ করতে না পারলে দ্বিগুণ সময় জেল খাটবেন, সেটাও জানানো হোক।

সে দম আছে তো!

গঙ্গাসাগরের মায়া গোয়ালিনী ঘাট থেকে মাছ ধরে ফিরছিল মা কালী নামে একটি ট্রলার। তখনই নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান দুই মৎস্যজীবী

প্রধানমন্ত্রী যতই পতাকা নাড়ান কৃতিত্ব কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রীরই

অশোক মজুমদার

আজ মেট্রোপথে জুড়ে যাচ্ছে শিয়ালদা-এসপ্ল্যানেড। রুবির সঙ্গে বেলেঘাটা এবং কলকাতা বিমানবন্দরের সঙ্গে নোয়াপাড়া। খোদ প্রধানমন্ত্রী আসছেন উদ্বোধনে। কলকাতা শহরের মুকুটে এই নতুন পালকটির জন্য সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত।

সবুজ পতাকা যিনিই নাড়ুন, এই গর্বের মুহূর্তের সম্পূর্ণ দাবিদার একমাত্র আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। আজ শহরজুড়ে মেট্রোর এই নতুন রুট নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া, খবরের কাগজ ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার উন্মাদনা ও মানুষের মধ্যে খুশির বীজটা অনেক আগেই বপন হয়েছে তাঁর হাত দিয়েই।

শহরের চতুর্দিকে মেট্রো পৌঁছানোর পরিকল্পনা তিনিই রেলমন্ত্রী থাকাকালীন নিয়েছিলেন। আমি নিজেই তো সেইসময় শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ছবি তুলেছি। নরেন্দ্র মোদি তো শুধুমাত্র নিয়মরক্ষা করবেন। সে করুন। দেশের প্রধানমন্ত্রী তো তিনিই।

আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে থাকবেন না বলে জানিয়েছেন। ঠিকই করেছেন। সামনেই আগত ভোটের হিসাব করে এই লোকদেখানো সভ্যতার কৌশলটি বিজেপির নতুন নয় সেটা বুঝতে কারও বাকি নেই।

তাছাড়া এর আগে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে ইচ্ছাকৃত কটূক্তি, অপমান করার যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গেছে তা সবটাই ছিল বিজেপির পরিকল্পনামাফিক। ফলে যারা সভ্যতা তো দূর, প্রোটোকল মানে না, তাদের সবটাই লোকদেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনিতেই বিগত বছরগুলোতে বিজেপি সরকার চালিত রেলের যা হাল তার লিস্ট লিখতে বসলে মহাকাব্য হতে পারে। শুধুমাত্র রেল অ্যাক্সিডেন্ট ধরলেই তো এরা সাফল্যের শীর্ষে অধিষ্ঠান করছে। পাশাপাশি বাস্তব সত্য এটাই যে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের রেলমন্ত্রিত্বে দেশজুড়ে নতুন লাইন, নতুন ট্রেন, নতুন প্রকল্প, স্টেশন উন্নয়ন-সহ কাজের তালিকা বিশাল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন রেলমন্ত্রী।

রেলমন্ত্রী হিসাবে তিনি তাঁর স্বল্প সময়ে শুধু মেট্রো নয়, গোটা দেশের রেল ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে দিয়েছিলেন। দুরন্ত এক্সপ্রেস, রূপসী বাংলা, পদাতিক, কান্ডারির মতো বহু ট্রেন আজ রেলযাত্রী জনজীবনে অত্যন্ত কার্যকরী। মেয়েদের জন্য মাতৃভূমি লোকাল, কুড়ি টাকার মান্থলির মতো প্রোগ্রামগুলো ওনার আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করার চিরকালীন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এইতো ক'দিন আগে আমাদের শিয়ালদহ রাজধানী এক্সপ্রেস মহাধুমধাম করে পঁচিশ বছরের জন্মদিন পালন করল।

আমার মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেড়শো বছরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তিনি দেশজুড়ে বিভিন্ন স্টেশনে কবির জীবন, কাব্য কবিতা সম্মিলিত ছবি দিয়ে সাজানো ট্রেন কোচ চালিয়েছিলেন দেশজুড়ে। তিনিই প্রথম ট্রেনকে কাজে লাগিয়েছিলেন সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ জাগাতে। কারণ এদেশে ট্রেনই একমাত্র গণপরিবহণ যা ভারতবর্ষ নামক বিশাল দেশটাকে জুড়ে রেখেছে জালের মতো বিছানো রেললাইনে। ভীষন জনপ্রিয় হয়েছিল ওই ট্রেনটি। বিভিন্ন স্টেশনে লাইন দিয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রী-সহ সাধারণ মানুষের ট্রেনটি দেখার জন্য লাইন পড়ে যেত।

বদলে যাওয়া সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে অনেকেই অতীতকে পাত্তা না দিয়ে বর্তমানের অহংকারে মত্ত ঠিকই কিন্তু এই শহর জানে আজকের মুহূর্তটা শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

আজ তাই নরেন্দ্র মোদি যতই ঢাকঢোল পিটিয়ে উদ্বোধন করুন না কেন, ইতিহাস কিন্তু লিখে রেখেছে মেট্রো সম্প্রসারণ করে কলকাতা শহরকে চারপ্রান্তে জুড়ে দেওয়ার কারিগর বাংলার মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা

বিধায়ক সুকুমার মাহাতোকে পাঠানো মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা।

সংবাদদাতা, বসিরহাট : সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতোকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বসিরহাটের সুন্দরবনের সন্দেশখালি বিধানসভা জুড়ে প্রচুর আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস। গোটা বিধানসভা জুড়েই কখনও হুল দিবস, কখনও আদিবাসী দিবস, আবার কখনও করম পুজোয় মেতে থাকেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই মানুষরা। তাই সেই সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। যিনি নিজেও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। পাশাপাশি রাজ্য আদিবাসী উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। তাঁর হাত ধরেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে সেই শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দেন বসিরহাটের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চিত্তজিৎ বসু ও সন্দেশখালি ২ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরুণকুমার সামন্তরা। সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, আমাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। সারা রাজ্য জুড়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য বিশেষ নজর রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। একাধিক প্রকল্পও রয়েছে। যার ফলে আদিবাসী মানুষদের জীবনযাত্রার মান পাল্টে গিয়েছে। শুভেচ্ছা বার্তার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর তরফে রসগোল্লা ও কাঁচাগোল্লাও পাঠানো হয় সুকুমার মাহাতোর কাছে। যা পেয়ে তিনি রীতিমতো আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

বেহালায় রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন: ছেলে থাকে বিদেশে। বাড়িতে অসুস্থ স্বামী। ফলে ধীরে ধীরে একাকিত্ব গ্রাস করেছিল বেহালার পর্ণশ্রী থানা এলাকার বাসিন্দা সবর্ণী পালকে। মানসিক অবসাদে বুধবার রাতে চরম সিদ্ধান্ত নেন সবর্ণী দেবী। ঘরের দরজা বন্ধ করে গায়ে আগুন দেন তিনি। এই ঘটনা চোখের সামনে দেখে প্রতিবেশীদের সাহায্য কোনওমতে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান স্বামী মৃণালকান্তি পাড়ে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। সেখানেই চিকিৎসকরা বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থল থেকে সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পর্ণশ্রী থানার পুলিশ।

পড়ুয়াদের মার, ধৃত ২

প্রতিবেদন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের বাংলা বলায় মারধরের অভিযোগ শিয়ালদহ এলাকার ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল হস্টেলের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে দরাদরি নিয়ে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বচসা বাধে। ছাত্রদের অভিযোগ, অভিযুক্তদের হাতে ধারালো অস্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে ছাত্রদের উপর চড়াও হন ব্যবসায়ীরা। আক্রান্ত ছাত্রদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। মুচিপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে।

শপিং মলের আবেদন, বাড়ল সময়সীমা

প্রতিবেদন : জেলায় জেলায় শপিং মল বা মার্কেটিং হাব তৈরির প্রকল্পে আবেদন জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়াল রাজ্য। নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১৫টি জেলার জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫ অগাস্ট এবং তিনটি জেলার ক্ষেত্রে ২৯ অগাস্ট করা হয়েছে। এর আগে এই প্রক্রিয়া ১৮ অগাস্টেই শেষ হওয়ার কথা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্পোন্নয়ন নিগম সূত্রে খবর, আরও বেশি সংখ্যক নির্মাণ সংস্থাকে যুক্ত করার লক্ষ্যেই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের ২৩ জেলায় শপিং মল বা মার্কেটিং হাব তৈরি হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জমির ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। ব্যবসায়ীরা মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে সেই জমি নিতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী শর্ত বেঁধে দিয়ে বলেছেন, শপিং মল তৈরির জন্য যারা জমি কিনবেন, তাদের শপিং মলে দুটি তলা রাজ্য সরকারের জন্য রাখতে হবে। সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত মহিলারা যাতে তাঁদের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এমন শর্ত রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, যাঁরা শপিং মল বানাবেন, তাঁদের জন্য একটাই শর্ত— দুটো ফ্লোর আমার চাই। বাকি জায়গায় আপনারা সিনেমা হল, কফিহাউস; যা খুশি করুন।

দুটি কমার্শিয়াল কোর্টের উদ্বোধন হল শহরে। কোর্ট তৈরিতে রাজ্য সরকার খরচ করেছে সাড়ে চার কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার কোর্টের উদ্বোধন করেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম, বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা, বিচারপতি সৌমেন সেন, বিচারপতি অনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টরা।

ডব্লুবিজেইই : হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ

প্রতিবেদন : রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলপ্রকাশ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ে হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার এই মামলায় বিচারপতি কৌশিক চন্দের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কেই গুরুত্ব দিল বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ। দুই বিচারপতির বক্তব্য, ফলপ্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছে সিঙ্গল বেঞ্চ। এখানে নতুন করে কোনও নির্দেশ দেওয়ার সুযোগ নেই। সুপ্রিম কোর্টেও আবেদন জানিয়েছে রাজ্য। তাই এই পরিস্থিতিতে ডিভিশন বেঞ্চ কোনও হস্তক্ষেপ করছে না। হাইকোর্টে আগামী ২ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি আগামী সপ্তাহে হতে পারে।

ডাকাতির আগেই গ্রেফতার চার

সংবাদদাতা, চন্দননগর : আগে থেকেই চন্দননগর এলাকায় একাধিক সোনার দোকান এবং অন্যান্য দোকানে রেইকি করে রেখেছিল দুষ্কৃতীরা। তবে শেষরক্ষা হল না। ডাকাতির আগেই পুলিশের জালে দুষ্কৃতী। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাতে চন্দননগর পুরনিগমের ৯ নং ওয়ার্ডে ভাগার ধারে জড়ো হয় কয়েকজন দুষ্কৃতী। সেখান থেকে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে আমতার দীপঙ্কর বোসের বিরুদ্ধে চুরি, ডাকাতির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সে ভাগার ধারে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল মাস তিনেক। সেই বাড়িতে আরও দু'জন ছিল। দীপঙ্কর বিশ্বাস ও নাসির গাজি। তাদের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ। চন্দননগরের একাধিক সোনার দোকান এবং মূল্যবান সামগ্রীর দোকানে রেইকি করে দুষ্কৃতীরা। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতদের থেকে তালা ভাঙার যন্ত্র, নকল এয়ারগান, গ্যাস কাটার যন্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতদের চন্দননগর আদালতে পেশ করা হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার চার। বারুইপুর থানার পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশি ছোট আগ্নেয়াস্ত্র, তাজা কার্তুজ, শাটার ভাঙার লোহার যন্ত্র, একটি ভোজালি ও একটি বড় ছোরা উদ্ধার করেছে

উদ্ধার আরও ১৩, পুলিশকে মেডেল দেওয়া উচিত : বুলা

■ উদ্ধার-হওয়া মেডেল। ডানদিকে, পদ্মশ্রী পরছেন বুলা।

সংবাদদাতা, হুগলি : পদ্মশ্রী ও অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত সাঁতারু বুলা চৌধুরির বাড়ির পদক ও চুরি-যাওয়া আরও ১৩টি পদক উদ্ধার হল। তার মধ্যে পদ্মশ্রীর একটি পদকও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পদক ফিরে পেয়ে আপ্লুত বুলা জানালেন, এই সাফল্যের কারণে পুলিশকেই পদক দেওয়া হয়েছে। গত ১৫ অগাস্ট বুলার বাড়িতে চুরি হয়েছিল। পুলিশ তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্ত শেখ সামিম-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে। উদ্ধার করে ২৯৫টি পদক। পরে উদ্ধার হল আরও ১৩ পদক। বুলা জানিয়েছিলেন, তাঁর একটি পদ্মশ্রী, সাফ গেমস এবং বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পদক উদ্ধার হয়নি। শ্রীরামপুরের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস প্রাক্তন সাঁতারুকে কথা দিয়েছিলেন বাকি পদক উদ্ধারের সব রকম চেষ্টা হবে। সেইমতো উত্তরপাড়া থানার আইসি অমিতাভ সান্যালের নেতৃত্বে একটি টিম তদন্ত চালিয়ে যায়। আরও দুজনকে গ্রেফতার করে। মূল অভিযুক্ত সামিমের কাছ থেকে ১৩টি পদক উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে একটি পদ্মশ্রীও রয়েছে। জানা গিয়েছে, আরেকটি পদ্মশ্রী রয়েছে তাঁর কসবার বাড়িতে। চুরির সামগ্রী যার কাছে ছিল সেই মহম্মদ চাঁদকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। বুলা জানান, পদক চুরি হওয়ায় খুব খারাপ লেগেছিল। তবে পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে সব ফিরিয়েছে। এর জন্য পুলিশকেই মেডেল দেওয়া উচিত। সব মিলিয়ে ৩০৮টি পদক উদ্ধার হয়েছে।

নাবালিকার মৃত্যু পলাতক যুবক

সংবাদদাতা, নরেন্দ্রপুর : নাবালিকা ছাত্রীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য নরেন্দ্রপুর থানার চরকলতায়। একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রীর নাম সায়ন্তিকা মন্ডল (১৭)। প্রতিবেশী কৃষ দাসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সায়ন্তিকার। পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার দিন সায়ন্তিকার সঙ্গে ছিল কৃষ। প্রতিবেশীরা সায়ন্তিকাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পলাতক যুবক।

কৃষের বিরুদ্ধে আগেও এলাকার একাধিক মহিলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার অভিযোগ ছিল। মহিলাদের দেখিয়ে নানা অশ্লীল কাণ্ড করত। বহুবার কৃষের পরিবারকে অভিযোগ জানালেও ব্যবস্থা নেয়নি। বুধবার বিকেলে সায়ন্তিকা ও কৃষ ফোনে কথা বলছিল বলে পরিবারের দাবি। ঘটনার কিছুক্ষণ আগে সায়ন্তিকা তার মাকে মেসেজ করে সোশ্যাল মিডিয়া ও ফোনের পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেয়। বাবা-মা দু'জনেই বাইরে ছিলেন এবং ছোট বোনও টিউশনে গিয়েছিল। এক প্রতিবেশী মহিলা প্রথম সায়ন্তিকাকে খাটে শোয়ানো অবস্থায় দেখতে পান, তার পাশেই বসে ছিল কৃষ। এরপরেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

■ 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে হাওড়া পুরসভার ১৬ নং ওয়ার্ডের হাওড়া প্রফুল্লনগর বয়েজ স্কুলে বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা-সহ অন্যরা।

■ রায়দিঘি বিধানসভার খাড়ি অঞ্চলের খাড়ি গুণসিন্ধু বালিকা বিদ্যাপীঠে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ও 'দুয়ারে সরকার' শিবিরে উপস্থিত স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা-সহ বিশিষ্টরা।

■ ডায়মন্ড হারবার ২নং ব্লকের নুরপুরে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে বিধায়ক পান্নালাল হালদার, ব্লক আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধানেরা।

■ ২৮ অগাস্টের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার নববারাকপুর শহর টিএমসিপির উদ্যোগে সাজিরহাট সোদপুর রোডে এপিসি কলেজের সামনে পথসভা। ছিলেন প্রবীর সাহা, মনোজ সরকার, সুমন দে, রাজীব দেবনাথ-সহ ওয়েবকুপার সদস্যরা।

ক্লাস চলাকালীন আত্মহত্যার চেষ্টা

সংবাদদাতা, বনগাঁ : স্কুল শুরুর কিছুক্ষণ পরেই ক্লাসের মধ্যে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা নাবালিকার। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাগদা থানার সিন্দ্রানি সাবিত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ে। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও স্কুলে গিয়েছিল সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রী। এরপরই বাকি ছাত্রীরা এসে প্রধান শিক্ষককে জানায়,এক ছাত্রী ক্লাস রুমের ভিতরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তড়িঘড়ি স্কুলের পক্ষ থেকে প্রথমে সিন্দ্রানি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ওই ছাত্রীকে বনগাঁ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। বর্তমানে ওই নাবালিকা ছাত্রী বনগাঁ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নাবালিকার মায়ের দাবি, স্কুলে বান্ধবীদের সঙ্গে গন্ডগোল হয় তাঁর মেয়ের সঙ্গে। সেকারণেও সে বিষ খেতে পারে। তবে ওই কারণে সে বিষ খেয়েছিল কিনা তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

পাঁচ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

প্রতিবেদন : ভোটার লিস্টে অনিয়মের অভিযোগে ৫ আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিল রাজ্য। দু'জন ডব্লুবিসিএস অফিসার-সহ চার আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। চুক্তি ভিত্তিক এক ডেটাএন্ট্রি অপারেটরকে সাসপেন্ড করার পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। রাজ্যের মুখ্যসচিব দিল্লিতে গিয়ে কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করার পরেই সময় মেনে রাজ্য এই ব্যবস্থা কার্যকর করেছে বলে সূত্রের খবর।

বাংলাময় সংসদ-চত্বর

(প্রথম পাতার পর)
সংসদের ভিতরে প্রতিবাদের পাশাপাশি সাংসদরা বাইরে মিছিল করে গোটা সংসদ-চত্বর ঘুরে ঘুরে বাংলা ভাষা এবং বাঙালির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানান। হাতে ছিল পোস্টার। তাতে লেখা— বাংলার অপমান মানছি না, মানব না। কখনও তাঁরা গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গান, কখনও নজরুলগীতি। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, সাগরিকা ঘোষ-সহ অন্যরা। তৃণমূলের স্পষ্ট কথা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাংলাকে অপমান করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। বাংলার সঙ্গে রাজনীতিতে পেরে না উঠে বিজেপি এখন বাংলা ও বাংলাভাষীদের সরাসরি আক্রমণে নেমেছে। এর জবাব দেবেন বাংলার মানুষ। বুধবার সংসদে আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু ন্যক্কারজনকভাবে ধাক্কা মারেন তিন তৃণমূল সাংসদকে। আজ শতাব্দী রায়, মিতালি বাগ এবং মহুয়া মৈত্র স্পিকারকে চিঠি দিয়ে ঘটনার বিহিত করার দাবি জানিয়েছেন। সংবিধান সংশোধন বিল জেপিসিতে পাঠানো হবে। যেহেতু এই বিলের কোনও ভবিষ্যৎ নেই তাই তৃণমূলও জেপিসি নিয়ে অনুৎসাহিত। না যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যদিও দলের পক্ষ থেকে এ-নিয়ে কোনও বক্তব্য জানানো হয়নি।

৪টি ছবি দেখা যাবে প্রাইম শো'তে

(প্রথম পাতার পর) আশ্বাস দিয়েছেন। কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যের সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছবির শো-টাইম নিয়ে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রতেক সিনেমা হলে প্রাইম টাইমে অন্তত একটি করে বাংলা ছবি বাধ্যতামূলক করার ঘোষণার পাশাপাশি গঠন করা হয়েছে নয়া 'সিনেমা স্ক্রিনিং কমিটি'। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দেব, শ্রীকান্ত মোহতা, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জিনিয়া সেন, নিসপাল সিং রানে, রানা সরকার, জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, শতদীপ সাহা, ফিরদৌসল হাসান-সহ টলিপাড়ার একাধিক প্রযোজক-পরিচালক। নয়া সিনেমা স্ক্রিনিং কমিটির এই সিদ্ধান্তে খুশি টলিপাড়ার প্রযোজক-পরিচালকরা।

এবার পুজোয় পর্দা কাঁপাবে চার বাংলা ছবি— 'রঘু ডাকাত', 'রক্তবীজ ২', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'। এদিনের বৈঠকে এই ছবিগুলির মুক্তি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যাতে রাজ্যের সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে এই চারটি ছবিই ভাল শো-টাইম পায়, তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ইম্পা ও সিনেমা স্ক্রিনিং কমিটির সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত এ-প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার পাশে থাকায় বাংলা ছবির চাহিদা বেড়েছে। সব বাজেটের ছবিই যাতে এই সুবিধা পায়, সেটা নিয়েও আজকের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা' শীর্ষক প্রদর্শনী

■ প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর। রয়েছেন এসডিও অঞ্জন ঘোষ, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক ব্রতী বিশ্বাস, বিধায়ক পান্নালাল হালদার-সহ অন্যরা।

প্রতিবেদন : দেশে জুড়ে যখন বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের উপর বিজেপি রাজ্যগুলিতে অত্যাচার চলছে। তখন মাতৃভূমির স্বাধীনতায় এই বাঙালিদের অবদানের কথা তুলে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দফতর। দেশের মুক্তির জন্য বাঙালি বীর-বীরাঙ্গনাদের লড়াইয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে। ১৯ অগাস্ট ডায়মন্ড হারবার হাইস্কুলে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পান্নালাল হালদার, ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রণবকুমার দাস, অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক ব্রতী বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। ছবি ও তথ্যভিত্তিক পোস্টার সাঁটিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালিদের লড়াইয়ের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। ইতিহাসে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলার অবদানের খণ্ডচিত্র ছাত্রছাত্রীদের সামনে। একঝলকে তা দেখে আপ্লুত তারা। এই কয়েকদিন ধরে প্রদর্শনীতে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বৃহস্পতিবার প্রদর্শনীর সমাপ্তি ঘটে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হবিবপুরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

আমার বাংলা
22 August, 2025 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

নিশীথকে গোব্যাক

■ বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণ। বাংলার প্রতি মোদি সরকারের বঞ্চনা। প্রতিবাদে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার দুপুরে দিনহাটা মহকুমা আদালতে হাজিরা দিতে এলে তাঁর কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দা-সহ তৃণমূল কর্মীরা। আদালতে হাজিরা দিতে গিয়ে জনগনের গো-ব্যাকের মুখে বিজেপি নেতা নিশীথ প্রামাণিক। বৃহস্পতিবার দিনহাটা মহকুমা আদালতে পৌঁছানোমাত্রই কালো পতাকা দেখাতে শুরু করেন বহু সাধারণ মানুষ। নিশীথের কনভয় লক্ষ্য করে পচা ডিমও ছোঁড়েন। নিশীথ দিনহাটা মহকুমা আদালতে পৌঁছানোর আগেই আদালত চত্বরে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ছিল। হাজিরা দেওয়ার পরে তাঁর কনভয় যখন বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন, তখন তাঁকে কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়।

পুনর্বাসনের আশ্বাস

■ এনএইচ-১০ সম্প্রসারণের কাজ চলাকালীন বহু মানুষকে ঘরবাড়ি ও দোকান ছেড়ে সরে যেতে হয়েছে। এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। তবে তাদের আশ্বস্ত করে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

অনুপ্রবেশকারী ধৃত

■ এক অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার খড়িবাড়ি সীমান্তে। ধৃতের নাম লক্ষেশ্বরচন্দ্র রায়। বাংলাদেশের লালমনিরহাটের বাসিন্দা। গতবছর অগাস্ট মাসে ভারতীয় ভিসা নিয়ে বৈধ ভাবে ভারতে ঢোকার পর বাংলাদেশে ফিরে না গিয়ে ভারতে বসবাস শুরু করে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিক। ভিসা উত্তীর্ণ হওয়ার পর বসবাসের অভিযোগে ধৃতকে আটক করে এসএসবি ৪১নং ব্যাটালিয়ন। পরে ধৃতকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি।

নেপালি ভাষা দিবস

■ রাজ্যের উদ্যোগে দার্জিলিংয়ে পালন করা হল নেপালি ভাষা দিবস। শুক্রবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন করা হয় দিনটি। ৩৪তম নেপালি ভাষা দিবসে ইতিহাসকে স্মরণ করে পাহাড়ের রাস্তায় শোভাযাত্রা করেন নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ। স্কুল পড়ুয়ারাও এই শোভাযাত্রায় শামিল হয়।

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানে আবেদন, বৈঠক করে ব্যবস্থা

৩০০ পরিবারকে জমির পাট্টা দিতে উদ্যোগ

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

পাট্টা নেই। আবেদন করতে চাই। আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবিরে ৩০০ পরিবারের সমস্যা শুনেই নেওয়া হল ব্যবস্থা। বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা গিল্ডমিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে ধূপগুড়ি মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নিরঞ্জন বর্মনের কাছে জমির অধিকারের দাবি জানালেন সাকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪/২০৫ নং বুথের অন্তর্গত আংরাভাসা ও ধীরেন দোকান কলোনির প্রায় ৩ শতাধিক পরিবার। আবেদন শুনেই তৎক্ষণাৎ ধূপগুড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন মহকুমা শাসক। জানা গিয়েছে, আগামী ২৫শে অগাস্ট বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির সভায় এই বিষয়ে আলোচনা হবে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ষাটের দশকে আসামে বাঙালিদের ওপর নির্যাতনের কারণে প্রায় ১১ হাজার শরণার্থীর পুনর্বাসনের জন্য আংরাভাসা এলাকায় ৫টি কলোনি নির্মিত হয়। পরবর্তীতে অধিকাংশ শরণার্থী অন্যত্র চলে গেলেও কিছু পরিবার থেকে যায় এবং ধীরে ধীরে অন্যরাও এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কিন্তু এতদিনেও জমির পাট্টা পাননি তারা। এলাকার বাসিন্দা মোঃ মনিরুদ্দিন বলেন, এই কলোনি এলাকায় একদা শরণার্থীদের বাস ছিল। কংগ্রেস আমলে পুনর্বাসন বন্ধ হওয়ার পরও বহু পরিবার এখানে থেকে যায়। আজও জমির কাগজ না থাকায় সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। ভূমি সংস্কার দফতরের মাধ্যমে পাট্টা প্রদান করলে আমরা উপকৃত হব। একই সুরে আংরাভাসা কলোনির বাসিন্দা অমিয় মজুমদার জানান, জমির দখল আছে, কিন্তু কাগজ নেই। এই কারণে বহু সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে আজ মহকুমা শাসক ও বিডিও স্যারের দ্বারস্থ হয়েছি। এ-প্রসঙ্গে সাকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান গোপাল চক্রবর্তী বলেন, এদিন গিল্ডমিশন স্কুলে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে স্থানীয়রা মহকুমা শাসকের কাছে পাট্টার দাবি জানালে তিনি তা গুরুত্ব সহকারে দেখেন। মহকুমা শাসক ও বিডিও সরাসরি বিএলআরও'র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিএলআরও আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী ২৫ অগাস্টের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

■ সমস্যা খতিয়ে দেখছেন ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গোপাল চক্রবর্তী।

বাঁধ নির্মাণে বেনিয়ম, ঠিকাদার সংস্থাকে ধমক বিধায়কের

সংবাদদাতা, মালদহ : বাঁধ নির্মাণের কাজে বেনিয়ম হচ্ছে। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই এলাকায় পৌঁছে গেলেন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। সরেজমিনে কাজ দেখে ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের রীতিমতো ধমক দিলেন। কোনওরকম দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার মথুরাপুর শংকরটোলার ভাঙন প্রতিরোধের কাজ পরিদর্শনে যান মানিকচকের বিধায়ক তথা মালদা জেলা পরিষদের মেন্টর সাবিত্রী মিত্র। তিনি অর্ধেক বস্তা মাটি ভরে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ চলছে দেখে রীতিমতো তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। কাজের মান নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ঘটনাস্থলে থাকা সেচ দফতরের কর্মী-সহ ঠিকাদার সংস্থার লোকজনদের রীতিমতো ধমক দেন। সেই সঙ্গে ঘটনাস্থল থেকেই ফোনে সেচ দফতরের আধিকারিককে গোটা ঘটনা জানান। ভাঙন প্রতিরোধের কাজে কোনওরকম দুর্নীতি তিনি বরদাস্ত করবেন না বলে সাফ জানান দেন।

■ এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র।

বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি বরদাস্ত করবে না মানুষ: পূর্ণেন্দু

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বিজেপির রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের হেনস্থা। বিভাজনের রাজনীতি, শান্ত রাজ্যে অশান্তির চেষ্টা— এসব বরদাস্ত করবেন না বাংলার মানুষ। ২০২৬-এ বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন হবে বিজেপি। বৃহস্পতি গঙ্গারামপুরে দলীয় সভাতে এসে এভাবেই গেরুয়া শিবিরকে একহাত নিলেন কিষাণ খেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু। এদিন বুথ স্তরে সংগঠনকে মজবুত করতে বিশাল সমাবেশ করে সভা করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কিষাণ খেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সভার আয়োজন করা হয় গঙ্গারামপুর শহরের রবীন্দ্র ভবনে। সমাবেশের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিষাণ খেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু। পাশাপাশি এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, কুশমন্ডির বিধায়ক রেখা রায়, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা গঙ্গারামপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্তকুমার দাস প্রমুখ।

■ সভার সূচনায় পূর্ণেন্দু বসু-সহ নেতৃত্ব।

রেললাইনে বাঁচল হাতি, ১২ ফুটের কিং কোবরা উদ্ধার

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : একই জেলায় উদ্ধার দুই বন্যপ্রাণ। নাগরাকাটা ও চালসা স্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল একটি হাতি। ১৩১৫০ ডাউন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস চলাচলের সময় লাইনের ওপর হঠাৎই একটি হাতির দলকে দেখতে পান লোকো পাইলট। কোনওক্রমে বাঁচানো যায় হাতিটিকে। রেল কর্তৃপক্ষ ও বন দফতর যৌথভাবে হাতি করিডর এলাকায় 'কশন সাইনবোর্ড', স্পিড রেস্ট্রিকশন এবং পেট্রোলিং চালু করলেও মাঝে মাঝেই দুর্ঘটনা ঘটে ট্রেনের গতির কারণে। তবে এদিন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার ডুয়ার্সে বিরল প্রজাতির সাপ কিং কোবরা উদ্ধার করল বন দফতর। বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাগুড়ি ব্লকের যাদবপুর চা-বাগান থেকে প্রায় ১২ ফুট দীর্ঘ এক কিং কোবরা উদ্ধার হয়। চা-বাগানে কাজ করার সময় হঠাৎই শ্রমিকদের চোখে পড়ে বিশাল আকৃতির সাপটি। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাগান জুড়ে। বাগান কর্তৃপক্ষ দ্রুত খবর দেয় বন দফতরের রামসাই মোবাইল স্কোয়াডকে। প্রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টার পর সাপটিকে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করা হয়।

জলপাইগুড়ি

■ চালসার রেললাইনে হাতি।

■ ১২ ফুট দীর্ঘ এক কিং কোবরা ডুয়ার্সে।

■ কোচবিহার জেলা জুড়ে কেমন চলছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের শিবির তা সরেজমিনে দেখতে জেলায় এলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। বৃহস্পতিবার কোচবিহার ১ ব্লকের বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করেন। ছিলেন জেলা সভাপতি ও রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
22 August, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বিজেপির পঞ্চায়েত এলাকা নিরঙ্কুশ জয় পেল তৃণমূল

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : গড় রক্ষা করতে পারল না বিজেপি। নিজেদের শক্ত ঘাঁটিতে গোহারা হারল। বৃহস্পতিবার বিজেপি-অধ্যুষিত ভগবানপুর- ১ ব্লকের দ্বারিকাচক-শ্যামচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন ছিল। যার মোট আসন সংখ্যা নয়টি। সেখানে একটি আসনেও জয়ী হতে পারেনি বিজেপি। আর তাতেই মুখে চওড়া হাসি এলাকার শাসক নেতাদের। জানা গিয়েছে, ওই সমবায় আগে সিপিএমের দখলে ছিল। সমবায়টি যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অর্থাৎ কোটবাড় গ্রামপঞ্চায়েত বর্তমানে বিজেপির দখলে। ভগবানপুর বিধানসভাও বিজেপির দখলে। সেই জায়গায় এই সমবায়ের নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। আর সেই লড়াইয়ে তৃণমূলের বিপুল জয়ে বাড়তি অক্সিজেন পাচ্ছেন শাসক দলের নেতারা। এদিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত ভোট হয়। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা ছিল। সমবায়ের মোট ভোটার ৬২৮। ভোট পড়েছে ৯২%। বিকেলে ফল প্রকাশ হতেই মিষ্টিমুখ ও সবুজ আবির উড়তে শুরু করে। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন ভগবানপুর-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি রবীনচন্দ্র মণ্ডল, ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপসুন্দর পণ্ডা প্রমুখ। তাঁরা বলেন, জিততে আগের দিন রাত থেকে প্রধান ও তাঁর অনুগামীরা এলাকায় এলাকায় গিয়ে ভোটারদের টাকা দিয়ে এসেছে। তারপরেও মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছে তা প্রমাণ হয়ে গেল। বিজেপির গড় বলে আর কিছু থাকল না।

জয়ের শংসাপত্র হাতে তৃণমূলের প্রার্থীরা।

মুখ্যমন্ত্রী আসার আগেই শিবিরে সমাধানে তৎপর জেলা প্রশাসন

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমানে প্রশাসনিক সভা করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলবার। তার আগে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমান জেলায় ১৩ হাজারের মতো কাজের দাবি পাওয়া গিয়েছে। এই দাবিগুলির মধ্যে ৬০ শতাংশ নতুন রাস্তা তৈরি বা রাস্তা সংস্কারের। জামালপুরের একটি গ্রামে ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে রাস্তা তৈরি হবে না জানার পরে গ্রামবাসী প্রতিবাদ জানান। পরে বিডিও শান্ত করেন। গ্রামীণ এলাকায় নিকাশির সমস্যা রয়েছে। সম্প্রতি অতিবৃষ্টির জেরে অনেক গ্রামে জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে। শিবিরগুলিতে মোট দাবির ২০ শতাংশ নিকাশি নিয়ে সমস্যা। প্রায় ৭ শতাংশ রাস্তায় সৌরবিদ্যুৎ চালুর। স্কুলবাড়ি, মিড-ডে মিলের রান্নাঘর, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংস্কারে জোর দিতে বলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে মঙ্গলবার জেলায় ঘুরে গিয়েছেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। আসার কথা ক্রীড়া রাষ্ট্রমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারিরও। বুধবার পরিদর্শনে আসেন জেলার নোডাল অফিসার, কৃষি ও কৃষিবিপণন সচিব ওঙ্কার সিংহ মিনা। তিনি রায়নায় গোবিন্দভোগ ধানের বীজ চাষিদের হাতে তুলে দেন। গোবিন্দভোগ বাঁচানোয় উদ্যোগী হওয়ায় জেলাশাসক আয়েষা রানি এ-র প্রশংসা করেন কৃষিসচিব। জানা গিয়েছে, বুথ থেকে ব্লক হয়ে ওই কর্মসূচির কাজের যে তথ্য উঠে আসছে, তা খতিয়ে দেখার জন্য জেলা থেকে মহকুমা অনুযায়ী একজন করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে 'নজরদারির' নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। ২ অগাস্ট থেকে শুরু হয়েছে শিবির। এসেছেন ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৫৪ জন।

শিবিরে ওঙ্কার সিংহ মিনা ও অন্যরা।

২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার বিকেলে খড়্গপুর শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বিশাল মোটরবাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ছিলেন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী জয়া দত্ত, সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী মামণি মাণ্ডি, সাংগঠনিক জেলার ছাত্রনেতারা।

পরিযায়ী শ্রমিকদের শ্রমশ্রী প্রকল্পের সুবিধাদান

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারের 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প রূপায়ণে বৃহস্পতিবার নদিয়া জেলার করিমপুর ব্লক-১ এর পান্নাদেবী কলেজ এবং ব্লক-২ এর পিয়ারপুর প্রাইমারি স্কুল ও রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবির পরিদর্শন করলেন কৃষি ও পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শিবিরে গিয়ে তিনি বহু মানুষের প্রয়োজনের কথা শোনেন। উপস্থিত ছিলেন নদিয়া জেলার সভাধিপতি তারান্নাম সুলতানা মির, করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহরায় ও আধিকারিকরা। শিবিরে শ্রমশ্রী প্রকল্পে নাম নথিভুক্তির পাশাপাশি কয়েকজনের পরিযায়ী শ্রমিকের হাতে সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করেন শোভনদেব। পরিযায়ী শ্রমিকরা মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

পরিযায়ী শ্রমিকের হাতে পরিষেবা দিচ্ছেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

হাসপাতালে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২ মেয়ে ও বাবার

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মেয়েদের নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাবা ও দুই মেয়ের। তিনজন স্কুটারে চেপে যাচ্ছিলেন। যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা মারলে মৃত্যু হয় তিনজনেরই। কালনার ধাত্রীগ্রাম বড়স্বরাজপুর এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে স্কুটারে দুই মেয়ে নুরজাহান খাতুন (২১) ও ফারহানা খাতুনকে (১৬) নিয়ে কালনা হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলেন মন্তেশ্বরের উত্তরদিঘি এলাকার ফরজ মল্লিক (৫৪)। যাওয়ার পথে ধাত্রীগ্রাম বড়স্বরাজপুরের কাছে নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর রুটের বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ফরজ ও বড় মেয়ে নুরজাহানের। গুরুতর আহত অবস্থায় ফারহানাকে উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার।

বাঁদরের আক্রমণ শালবনিতে, আহত ৩০, আতঙ্কে গৃহবন্দি মানুষ

সংবাদদাতা, শালবনি : ফের বাঁদরের আক্রমণ। দু'মাসের ব্যবধানে নতুন করে আতঙ্ক পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে। জখম ৩০ জন। তাঁদের কয়েকজনকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। বাঁদরটিকে খাঁচাবন্দি করতে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বন দফতর। প্রায় ১০ দিন ধরে শালবনি এলাকায় একটি বাঁদর ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম দিকে কেউ কেউ খাবার দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আক্রমণ করতেই আর কেউ সাহস দেখায়নি। শালবনি এবং পার্শ্ববর্তী চকতারিণী, তিলাখুলা গ্রামে বাড়ির ছাদে, গাছের ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথচলতি এমনকী বাড়ির ছাদে মানুষজনকে দেখতে পেলেই আক্রমণ করছে। মহিলা, শিশু-সহ প্রায় ৩০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। কয়েকজনের আঘাত এতটাই গুরুতর, তাদের কলকাতার হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। শেষ পাঁচদিন চেষ্টা করেও বাঁদরটিকে কাবু করতে পারেনি বন দফতর। ফাঁদ পাতলেও ধরা দেয়নি। ঘটনাস্থলে গেলেই বাঁদরটি লুকিয়ে পড়ছে। স্থানীয়রা জানিচ্ছেন, বাড়িতে, রান্নাঘরে বা যে কোনও জায়গায় যে কোনও সময় অতর্কিতে ঢুকে আক্রমণ শানাচ্ছে বাঁদরটি। এমনকী রাস্তায় পথচারীদের ওপরেও আক্রমণ চালাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় ফলের টোপ দিয়ে, জাল ফেলে কাবু করা যাচ্ছে না। ফলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। গত জুন মাসে এমনই এক বাঁদরের আবির্ভাব হয়েছিল শালবনিতে। সেই সময় ২০ জনের বেশি জখম হয়েছিলেন। পরে বনকর্মীরা খাঁচাবন্দি করেন। স্থানীয়দের অনুমান, বাঁদরটি কারও পোষা। স্টেশনের পাশে ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। তারপর থেকেই ওই এলাকা জুড়ে তাণ্ডব ক্রমবর্ধমান।

ফাঁদ পেতে বাঁদর ধরার চেষ্টা করছেন বন দফতরের কর্মীরা।

বৃহস্পতিবার হলদিয়ার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় বন দফতরের খাঁচায় ধরা পড়ল বুধবার গাছ থেকে পড়ে পায়ে আঘাত পাওয়া হনুমান। তার চিকিৎসা করছে বন দফতর

দুই জেলায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে মানুষের মধ্যে দুই মন্ত্রী

মানুষের আশাপূরণের কথাই শিবিরে শুনলেন মন্ত্রী বুলু চিক

■ ভিড়ে ঠাসা শিবিরে মন্ত্রী বুলু চিক বরাইক। সঙ্গে মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু।

পুরুলিয়া

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ক্ষোভ নেই, আছে নিজের অধিকার বুঝে নেওয়ার দৃঢ়তা। মুখ্যমন্ত্রী অনেক দিয়েছেন তাঁর ইচ্ছেয়। এবার তিনি মানুষকেই ভার দিয়েছেন উন্নয়নের। তাই কোনও দাবি নেই। মানুষের জটলা থেকে উঠে আসছে এলাকার উন্নয়ন নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনা আর প্রস্তাব। বৃহস্পতিবার এই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী বুলু চিক বরাইক। সঙ্গে ছিলেন আর এক মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু। এছাড়াও ছিলেন জেলা সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত, জেলাশাসক ডঃ রজত নন্দা-সহ প্রশাসন কর্তারা। আমাদের পাড়া কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়ার ভার দিয়েছেন মন্ত্রী বুলু চিক বরাইককে। এদিন তাই মন্ত্রী পুরুলিয়ায় এসে কেন্দা থানার কেন্দা পঞ্চায়েতের সৌরাং শিবির পরিদর্শন করেন। শিবির দেখে খুব খুশি তিনি। পরে মন্ত্রী পুরুলিয়া শহরে গিয়ে সার্কিট হাউসে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে যোগ দেন বিধায়ক রাজীবলোচন সরেন ও সুশান্ত মাহাত। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচির পাশাপাশি শিবিরগুলিতে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির আবেদনপত্র নেওয়া হচ্ছে। সেই বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়।

পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় এবার আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে শিবির হবে মোট ৭৯৪টি, যাতে ২৫১০টি বুথের মানুষ অংশগ্রহণ করবেন। এখনও অবধি জেলায় শিবির হয়েছে ২৭৯টি, বুথের সংখ্যা ৭৩৬। শিবিরগুলিতে এখনও পর্যন্ত ২৩,২১৯২ জন মানুষ অংশ নিয়েছেন। প্রস্তাব বেশি এসেছে এলাকার ছোটছোট সমস্যার সমাধান বিষয়ে। মন্ত্রী বুলু চিক বরাইক বলেন, ব্যক্তিগত চাহিদা তো মানুষের থাকবেই। কিন্তু এলাকাভিত্তিক চাহিদা নিয়ে এত আগ্রহ দেখে ভাল লাগছে। তৃণমূল সকলকে নিয়েই কাজ করে। প্রত্যন্ত এলাকায় মানুষ সে কথা বুঝেছেন এবং মুখেও বলছেন, এটাই তো আমাদের বড় পাওনা।

বৃষ্টিতে তিন শিবির ঘুরে মন্ত্রী উদয়নের জনসংযোগ চলল

■ শিবিরে মানুষের সঙ্গে আলাপে মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

মহিষাদল

সংবাদদাতা, মহিষাদল : বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি চলছিল মহিষাদলের বিভিন্ন অঞ্চলে। তারই মাঝে একের পর এক আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির ঘুরে জনসংযোগ সারলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। মন দিয়ে শুনলেন মানুষের কথা। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এই জনপ্রিয় কর্মসূচি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। সেই কর্মসূচিতে মানুষের পালস্ করে বুঝতে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে এসে পৌঁছেছেন উদয়ন গুহ। টানা দুদিন পূর্ব মেদিনীপুরের একের পর এক ব্লক পরিদর্শন করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে বৃষ্টি মাথায় করেই মহিষাদল ব্লকের একের পর এক শিবিরে হাজির হয়ে যান মন্ত্রী। মানুষের মধ্যে এই কর্মসূচি কেমন সাড়া ফেলেছে তা বুঝতে নবীন থেকে প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। বৃহস্পতিবার মহিষাদলের মোট তিনটি শিবির পরিদর্শন করেন উদয়ন। সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহিষাদলের বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী, হলদিয়ার মহকুমা শাসক সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায়, হলদিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম অধিকারী, মহিষাদলের বিডিও বরুণাশিস সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিউলি দাস-সহ অন্যরা। এদিন প্রথমে নাটশাল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি শিবিরে পৌঁছন মন্ত্রী। তাঁকে কাছে পেয়ে বহু মানুষ নিজেদের অনুভূতি, সমস্যার কথা বলেন। এমনকি শিবির থেকে সরকারি আধিকারিকেরা সঠিকভাবে পরিষেবা দিচ্ছেন কিনা সে ব্যাপারেও মানুষের থেকে জেনে নেন মন্ত্রী। এরপর তিনি যান নাটশাল ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি শিবিরে। সেখানে মানুষের ভিড় দেখে সন্তুষ্ট হন মন্ত্রী। লাইন দিয়ে কাতারে কাতারে মানুষ শিবিরে এসে নিজেদের এলাকার উন্নয়নের কথা নথিভুক্ত করছেন। তা দেখে মন্ত্রী বলেন, আমি এখানে যেভাবে মানুষের উপস্থিতি দেখলাম, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়েও বলব এভাবেই শিবির চালনার কথা। আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, হাম কিসিসে কম নেহি। আমার এলাকার উন্নয়ন আমার কথামতো হবে এটাই তো গর্বের বিষয়। এই অধিকার কেবলমাত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, মহিষাদল ব্লকে এখনও পর্যন্ত মোট ১৮টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে প্রায় ৫৪টি বুথের মানুষ অংশ নিয়েছেন।

তৃণমূলকর্মীর মৃত্যু, বাড়িতে সমবেদনা জানাতে বিধায়ক

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বেলিয়াতোড়ের ধবনি গ্রামের সক্রিয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হওয়ায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। তাঁর এই অকালপ্রয়াণে গ্রামবাসী শোকস্তব্ধ। মৃত কর্মীর পরিবারকে সমবেদনা জানাতে তাঁর বাড়ি যান বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং প্রয়াত সমীরের মৃতদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সঙ্গে ছিলেন বড়জোড়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি-সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের একনিষ্ঠ এবং পরিশ্রমী কর্মী সমীরের মৃত্যুতে দলের বড় ক্ষতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তাঁরা।

মানুষের অভিযোগ শুনতে পুলিশের সমাধান সভা

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : পুলিশ নিজের দায়িত্ব পালন করছে না এমন কথা প্রায়শই শোনা যায়। থানায় অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না, বলেন অনেকে। সেই কারণে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখেও পড়তে হয় পুলিশকে। এবার ব্যতিক্রমী ঘটনা দেখা গেল মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায়। থানাতেই বসল সমাধান সভা। জনতার অভাব-অভিযোগ শুনলেন জেলার এসডিপি, আইসি, ওসি-সহ অন্যান্য পুলিসকর্তা। বুধবার বিকেলে জঙ্গিপুর জেলা পুলিশ ও সুতি থানার উদ্যোগে সমস্যার সমাধানে একটি কর্মসূচি পালিত হয় সুতি থানার অন্তর্গত আহিরণ ফাঁড়িতে। সাধারণ মানুষের সমস্যা ও অভিযোগ সরাসরি শুনে দ্রুত তার সমাধান করতে এমন অভিনব উদ্যোগ নেয় জঙ্গিপুর জেলা পুলিশ। আহিরণ ফাঁড়ির এই বিশেষ সমাধান সভায় উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কার এসডিপিও শেখ সামসুদ্দিন, সুতি থানার আইসি সুপ্রিয়রঞ্জন মাঝি ও আহিরণ ফাঁড়ির ওসি অরজিৎ সরকার-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। সভায় সুতির আহিরণ ফাঁড়ির বিভিন্ন অঞ্চলের বহু পুরুষ ও মহিলা যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত নানা সমস্যার কথা পুলিশকর্তাদের সামনে তুলে ধরেন। শুধু অভিযোগ শোনাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ কর্তারা সেই সমস্যার সমাধান করেন বা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ দেন।

দোকানের তালা ভেঙে রাতে চুরি, তদন্তে পুলিশ

সংবাদদাতা, নদিয়া : কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ের কাছে অরবিন্দ ভবনের নিকটবর্তী এক কেক-পেস্ট্রির দোকানের তালা ভেঙে বুধবার রাতে দুষ্কৃতীরা জিনিসপত্র ও টাকা চুরি করে চম্পট দেয়। বৃহস্পতিবার সকালে দোকানের এক কর্মচারী দেখতে পান দোকানের সমস্ত তালা ভাঙা। জিনিসপত্র চুরি হয়ে গিয়েছে। এর পরই কোতোয়ালি থানায় খবর দিলে পুলিশে এসে তদন্ত শুরু করে। প্রায় ১২ হাজার টাকা মূল্যের জিনিসপত্র চুরি হয়েছে বলে জানান দোকানি।

হাতিদের সুরক্ষা, সংরক্ষণে কলেজ ছাত্রীদের নিয়ে আলোচনা

■ আলোচনাসভায় শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছেন কলেজছাত্রীরা।

ঝাড়গ্রাম

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলায় হাতির উপর অত্যাচারের ঘটনায় তাদের সুরক্ষা নিয়ে সরব হয়েছিল একাধিক পশুপ্রেমী সংগঠন। তার পরেও বিভিন্ন এলাকায় হাতির উপর আগুনের মশাল ছুঁড়তে দেখা গিয়েছে। রোজই বেড়ে চলেছে হাতিদের উপর অত্যাচারের ঘটনা। তাদের বাসস্থানও একপ্রকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে জঙ্গল উধাওয়ের পাশাপাশি। বাড়ছে কৃষিজমি। হাতির করিডরে গড়ে উঠছে ইমারত। এমনই নানা ঘটনা নিয়ে বুধবার বিশেষ আলোচনা হল রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের আয়োজনে। প্রায় ১০০ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রীরা অংশ নেন। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় হাতির হানায় ধানখেত, ঘরবাড়ি নষ্টের উল্টোদিকে মানুষের কর্মকাণ্ডে হাতিদের বাসস্থান সংকটে। প্রধান আলোচক প্রাক্তন বনাধিকারিক সমীর মজুমদার বলেন, টানা তিরিশ বছরের কর্মজীবনে জঙ্গল, জঙ্গলে হাতিদের আচরণ দেখেছি। জঙ্গল জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তরুণ শিক্ষার্থীরা পরিচিত হলে আকাদেমিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক সংরক্ষণের মধ্যে ব্যবধান পূরণ করতে পারবেন। এর ফলে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি তাঁদের দায়িত্ববোধ গভীরভাবে জাগ্রত হবে। দক্ষিণবঙ্গ ছিল হাতিদের প্রাকৃতিক আবাসভূমি। মানুষের আধিপত্য আর অযত্নে এই বৃহৎ প্রাণীকুল ক্রমশ অসহায় হয়ে উঠছে। বনভূমি কমে যাওয়ায় হাতিরা বাধ্য হচ্ছে লোকালয়ে চলে আসতে। খাদ্যের খোঁজে ধানখেত আর বাড়িঘরে ঢুকে পড়ছে তারা। সেই মুহূর্তে মানুষ তাদের প্রতিপক্ষ ভেবে শুরু করছে আক্রমণ। বিদ্যুতের ফাঁদ, বাঁশের কাটা, পাথর নিক্ষেপ— এই সব দিয়ে প্রতিনিয়ত আহত করা হচ্ছে হাতির দলকে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় প্রতি বছর বহু হাতি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায়।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
22 August, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

■ বাড়িতে এল মৃতদেহ।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারালেন ঝাড়গ্রামের এক পরিযায়ী শ্রমিক। নাম গৌরাঙ্গ রানা (৩০)। বাড়ি ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের বড় আসনবনি গ্রামে। পরিবারের একমাত্র ভরসা ছিলেন। এমাসের মাঝামাঝি গৌরাঙ্গ চেন্নাইয়ের এক বেসরকারি কোম্পানিতে কাজে যোগ দিতে যান। গত রবিবার সন্ধ্যায় কাজ সেরে ঘরে ফেরার পথে হঠাৎ এক মোটরবাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন। মাথায় গুরুতর আঘাত নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার রাতে মৃত্যু। খবর পেয়েই পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো। এছাড়াও বিডিও নীলোৎপল চক্রবর্তী, ওসি নীলু মণ্ডল ও জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল নজরদারি চালাচ্ছেন। জেলার শ্রম কমিশন নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। প্রশাসনিক তৎপরতায় বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ বিমানে কলকাতায় আনা হয়। জেলা প্রশাসন অ্যাম্বুল্যান্সে পৌঁছে দেয় বাড়িতে।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

■ রাজ্য এসটিএফ টিমের বড়সড় সাফল্য। প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে এইচডিএফ। অণ্ডাল স্টেশনে ছয় নম্বর প্লাটফর্মে তাকে আটক করা হয়। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। নাম আশরাফুল আনসারি, বাড়ি বিহারের বাঁকা জেলার শাসন গ্রামে।

দুই তৃণমূল কর্মী খুনের দায়ে যাবজ্জীবন ১২ বাম-কং কর্মীর

সংবাদদাতা, বীরভূম : দুই তৃণমূলকর্মী খুনের অপরাধে ১২ জন কংগ্রেস এবং সিপিএম কর্মীকে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক সন্দীপকুমার কুণ্ডু, বৃহস্পতিবার। কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেক অপরাধীর কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা করে জরিমানাও ধার্য করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ছ'মাস কারাবাস। ২০২৩-এর ৩ ফেব্রুয়ারি বীরভূমের মাড়গ্রাম-১ পঞ্চায়েতের প্রধান তথা তৃণমূল নেতা ভুট্টু শেখের ভাই লাল্টু শেখ ও তাঁর ছায়াসঙ্গী নিউটন শেখকে বোমা মেরে খুন করার অভিযোগ ওঠে। পরদিন এলাকারই ২০ জন কংগ্রেস ও সিপিএম কর্মীর নামে মাড়গ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নিউটনের দাদা আমিরুল ইসলাম। পুলিশ ঘটনার রাতেই অন্যতম অভিযুক্ত, এলাকার কংগ্রেস নেতা সুজাউদ্দিন শেখকে গ্রেফতার করে। পরে পর্যায়ক্রমে ধরা পড়ে আরও ১১ জন। তাঁদের মধ্যে সুজাউদ্দিনের দুই ছেলেও ছিলেন। পলাতক ছিলেন বাকি আটজন।অবশেষে খুনের ঘটনার ৮৬ দিনের মাথায় আটজনকে পলাতক দেখিয়ে ধৃত ১২ জনের নামে চার্জশিট জমা দেন তদন্তকারী অফিসার। ধৃতদের জেলে রেখেই বিচার চলে। এর মধ্যে একাধিকবার কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানান অভিযুক্তরা। তা খারিজ হয়ে যায়। বুধবার বিকেলে ৩টে নাগাদ ১২ জন অভিযুক্তকে সিউড়ি সংশোধনাগার থেকে রামপুরহাট আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়।

■ ধৃতরা আদালতের পথে।

পাট্টা থেকে রেশন কার্ডের জন্যও দরবার হল শিবিরে

■ বক্তা বেচারাম মান্না, পাশে কৃষ্ণা রায়বর্মন।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ির সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৭/৫, ১৭/৬ ও ১৭/৭ নম্বর বুথে হল 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবির। এদিন শিবিরে ছিলেন কৃষি ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মন, এডিএম রৌনক আগরওয়াল, বিডিও মিহির কর্মকার প্রমুখ। শিবিরে সাধারণ মানুষ তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি তুলে ধরেন। পাট্টা, রেশন কার্ড, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, আবাস যোজনা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের জন্য একাধিক আবেদন জমা পড়ে। প্রতিটি সমস্যার নিরসনে সরকারি আধিকারিকরা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

স্বাস্থ্য শিবির

■ গরিব ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করল হিন্দু সৎকার সমিতি। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, ডেপুটি অস্ট্রেলিয়ান কনসাল জেনারেল কেভিন গো, আবগারি যুগ্ম কমিশনার অনুপম হালদার, সঞ্জয় বক্সি, স্মিতা বক্সি, বাবলু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা বসু, ডাঃ অম্লান সাহা প্রমুখ।

অত্যাচারের জেরে গুরগাঁও থেকে ফিরে এল এক পরিবার

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বালুরঘাটের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দুলাল সরকার (৪২) বাবা, মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে গুরগাঁও থেকে ভাষাগত নিগ্রহের জন্য ফিরতে বাধ্য হলেন। পরিবারটি মঙ্গলবার বালুরঘাটে ফিরে আসে। খবর পেয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ান পুর চেয়ারম্যান অশোক মিত্র ও কাউন্সিলর অভিজিৎ সাহা। চেয়ারম্যান দুলাল সরকারের বাড়িতে গিয়ে পরিবারকে সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। বিশেষত মেয়ের পড়াশোনার জন্য বিশেষ সহায়তা দেওয়ার কথাও জানান। অশোক জানান, জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলে শ্রমশ্রী প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছি।

■ শ্রমিকের বাড়িতে অশোক মিত্র।

অঙ্গদানে উৎসাহ

■ মৃত্যুর পর দেহ নানা কাজে লাগে। তাই সেটা পুড়িয়ে না ফেলে দান করা উচিত, এই ভাবনা ছড়িয়ে দিতে বিটি রোড টবিন রোড বাসস্ট্যান্ডে এক পথসভার আয়োজন করেছিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'সচেতন'। অনুষ্ঠানে সেরাম থ্যালাসেমিয়া ফেডারেশনের সঞ্জীব আচার্যকে স্মারক উপহার দেওয়া হয়। ছিলেন ডাঃ শান্তিরঞ্জন ঘোষ, সমীরণ সাহা। পথচলতি কয়েকজন অঙ্গদানের অঙ্গীকার করেন।

চুরির দায়ে ধৃত বিজেপি মণ্ডল সভাপতির ভাই

■ ধৃত বিজেপি নেতার ভাই।

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে এক গৃহস্থের বাড়িতে চুরি ও লুটপাটের ঘটনায় পুলিশের জালে বিজেপির মণ্ডল সভাপতির ভাই-সহ চারজন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর তরজা। ধৃতেরা হল সমীরণ মিদ্যা, সঞ্জয় মিদ্যা, শম্ভু দাস ও অরিন্দম শাসমল। এদের মধ্যে সমীরণ হল বিজেপির ভগবানপুর- ২ মণ্ডলের সভাপতি তপন মিদ্যার ভাই। আগেও তার বিরুদ্ধে একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে। এই চুরির পুরো পরিকল্পনা সাজিয়েছিল সমীরণ। পুলিশ সূত্রে খবর, ভগবানপুর-২ ব্লকের জুখিয়া গ্রামে একটি গৃহস্থবাড়িতে তালা ভেঙে চুরি হয়। গত সোমবার থেকে বাড়িতে ছিলেন না কেউই। মঙ্গলবার বিকেলে এসে দেখেন গ্রিল ভাঙা। ভেতরে গিয়ে দেখেন আলমারি থেকে যাবতীয় সোনার গহনা-সহ একটি মোটরবাইক নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার রাতেই ভূপতিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ তদন্তে নেমে বুধবার রাতেই চারজনকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার তাদের কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। এ বিষয়ে বিজেপিকে তুলোধোনা করে ভগবানপুর- ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি অম্বিকেশ মান্না বলেন, বিজেপি হল সমাজবিরোধীদের দল। তাই ওদের থেকে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে নাকি দেখা হচ্ছে বলে জানান ওসি শেখ মহম্মদ মহিউদ্দিন।

১৩৩ পূর্তিতে বিবেকানন্দ কাপ

(প্রথম পাতার পর)

বাংলার খেলোয়াড়দের নেওয়ার কথা বলি। আইএফএ-ও চেষ্টা করে। কিন্তু প্রিমিয়ার ক্লাবগুলো বলে যে তারা বাংলায় ভাল ফুটবলার পাচ্ছে না। সেই কারণে অন্য রাজ্য থেকে ফুটবলার আনতে হচ্ছে। এই টুর্নামেন্ট এক্ষেত্রে বড় অবদান রাখবে বলে অরূপের বিশ্বাস। তিনি বলেন, এই ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য, জেলা থেকে সেরা খেলোয়াড় তুলে এনে প্রিমিয়ার লিগ বা প্রথম ডিভিশন ক্লাবগুলোর হাতে তুলে দেওয়া। মূলত দুটি উদ্দেশ্য— এক, নতুন প্রতিভা তুলে আনা এবং দুই হল স্বামীজির আদর্শে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা। চলতি বছরে ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা। সব মিলিয়ে ৩৯০টি ম্যাচ হবে। ২৩টি জেলা অংশ নেবে। প্রতিটি জেলায় ৮টি করে ক্লাব অংশ নেবে। যেখানে যারা চ্যাম্পিয়ন, রানার্স হবে, সেই জেলা অন্য জেলার চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সদের বিরুদ্ধে খেলবে।

জিএসটি ছাড়ের নাটক

(প্রথম পাতার পর)

প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তিনি চিঠি লিখেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে এই কথা আবার মনে করিয়ে দেন বাংলার অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শুধু প্রিমিয়ামের উপরে জিএসটি প্রত্যাহার করলেই চলবে না, বিমা সংস্থাগুলো যাতে গ্রাহকদের উপরে অতিরিক্ত প্রিমিয়ামের বোঝা চাপিয়ে দিতে না পারে কেন্দ্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে। রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনের মন্তব্য, ভোটের মুখে ঠেলায় পড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে মোদি সরকার।

একাধিক উদ্বোধন, শিলান্যাস

(প্রথম পাতার পর)

আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রীর বর্ধমান সফর ঘিরে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে জেলা জুড়ে। প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুল মাঠ নিয়ে প্রশাসনিক কর্তারা বৈঠক করেছেন। সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লি দরবার

১১
২২ অগাস্ট ২০২৫
শুক্রবার

22 August 2025 • Friday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

মহারাষ্ট্রের পালঘরে একটি ওষুধের কারখানায় নাইট্রোজেন গ্যাস লিক হয়ে মৃত্যু হল ৪ জনের। আরও দু'জনের অবস্থা গভীর সংকটজনক। বৃহস্পতিবার বিকেলে তারাপুর-বৈসার শিল্পাঞ্চলে এই দুর্ঘটনা ঘটে

■ উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন পেশ করার পরে বিরোধী জোট প্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ অন্যরা। বৃহস্পতিবার।

সংসদীয় গণতন্ত্র, নিরপেক্ষতা রক্ষায় অগ্রাধিকার: রেড্ডি

প্রতিবেদন: আমার জীবন জনগণের সেবায় নিয়োজিত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি থেকে শুরু করে একজন আইনের ছাত্র হিসেবে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রথা, একজন নাগরিক হিসেবে নিজের মধ্যে বহন করেছি। উপরাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হয়ে এমনটাই অনুভূতি প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির। আর সেই গণতান্ত্রিক দেশেরই উপরাষ্ট্রপতি পদে বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পেশ করলেন বিরোধী জোটের প্রার্থী হিসাবে।

বুধবার মনোনয়ন পেশ করেছেন এনডিএ জোট প্রার্থী সি পি রাধাকৃষ্ণন। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস, শিবসেনা, তৃণমূল কংগ্রেস, এনসিপি-সহ বিরোধী দলগুলির সাংসদদের পাশে নিয়ে মনোনয়ন পেশ করলেন জোট প্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি।

মনোনয়ন পেশের আগে উপরাষ্ট্রপতি পদে জয়লাভের আশা প্রকাশ করেন বিরোধী জোট প্রার্থী। তাঁর প্রত্যাশা, যেহেতু তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই যুক্ত নন। ফলে তিনি সকলের সমর্থন পাবেন এমনটাই তাঁর প্রত্যাশা। এই লড়াই আদর্শের, দাবি করেন তিনি।

উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন পেয়ে তাঁর নিজের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেন বি সুদর্শন রেড্ডি। তাঁর কথায়, দেশের উপরাষ্ট্রপতি যিনি, তিনি রাজ্যসভার চেয়ারপার্সন। তাঁর দায়িত্ব সংসদীয় গণতন্ত্রের উচ্চপ্রথাকে রক্ষা করা। যদি এই পদে নির্বাচিত হই তবে নিরপেক্ষতা, মর্যাদা, আলোচনা ও শালীনতার প্রতি দায়বদ্ধতার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করব। সেই সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বদের উপর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি এই পদপ্রার্থী হিসাবে তাকে মনোনীত করার জন্য।

গুরগাঁওয়ে বাংলাভাষী শ্রমিকদের পুলিশি হেনস্থা

বিজেপি সরকারের রিপোর্ট তলব করল পাঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্ট

প্রতিবেদন: বাংলাভাষীদের অযৌক্তিক ধরপাকড় এবং তাঁদের সঙ্গে অমানবিক আচরণের বিষয়ে কড়া অবস্থান নিল পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্ট। উচ্চ আদালত প্রশ্ন তুলল, অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করার জন্য হরিয়ানা সরকারের কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি আদৌ আছে কি? হরিয়ানা সরকারকে হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ, অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা অবিলম্বে জানাতে হবে আদালতকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত কোনও নথি আছে কি না তা রেকর্ড আকারে আদালতে পেশ করতে হবে হরিয়ানা সরকারকে। যদি তা না পারে তারা তবে হরিয়ানা সরকারকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে, এ-বিষয়ে তাদের কোনও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। একটি জনস্বার্থ মামলায় এই নির্দেশ উচ্চ আদালতের। পাঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টের এই নির্দেশে ব্যাপক চাপে পড়ে গিয়েছে হরিয়ানার বিজেপি সরকার।

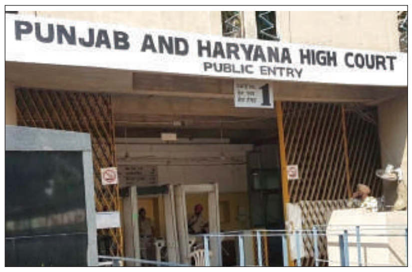

হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে সম্প্রতি বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে নেমে এসেছে গেরুয়া পুলিশের অমানবিক নির্যাতন। তাঁদের আটকে রাখে গুরগাঁও পুলিশ। প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে গর্জে ওঠে তৃণমূল। দলের সাংসদদের একটি প্রতিনিধি দল গুরগাঁওয়ে গিয়ে নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ান। এই আবহেই একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয় পাঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টে। মামলাকারীদের আইনজীবী অভিযোগ করেন, ভাষাগত সংখ্যালঘু কিছু মানুষকে ধরে এনে অবৈধ অভিবাসীর তকমা দিয়ে তাঁদের হেনস্থা করছে গুরগাঁও পুলিশ। অথচ তাঁদের কাছে আধার কার্ড, এপিক, রেশনকার্ড-সহ নাগরিকের যাবতীয় প্রমাণপত্র রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এবং স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত আটক হওয়া ব্যক্তিদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এসব দেখেও তাঁদের ধরপাকড় করছে পুলিশ। বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারে আটকে রেখে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে। অনেকক্ষেত্রেই ২০০ থেকে ৩০০ জনের এক-একটি দলকে আটকে রাখা হয়েছে। পরিবারের সদস্য বা আইনজীবীদের সঙ্গে দেখাই করতে দেওয়া হয়নি তাঁদের। মামলাকারীদের আর্জি, অবৈধ অধিবাসীদের চিহ্নিত করতে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি চালু করার নির্দেশ দিক আদালত।

দিল্লিতে বাবা-মা-ভাইকে থেঁতলে খুন, ফেরার যুবক

প্রতিবেদন: বিজেপির শাসনে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। আবার নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বাবা-মা-দাদাকে থেঁতলে খুন করল পরিবারের ছোট ছেলে। ঘটনার পরেই ফেরার অভিযুক্ত। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির ময়দানগড়ির খারক এলাকায়। বন্ধ বাড়ি থেকে ভেসে আসছিল তীব্র দুর্গন্ধ। প্রতিবেশীদের কাছে খবর পেয়ে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল ৫০ বছর বয়সের প্রেম সিং ও তাঁর ২৪ বছরের ছেলে ঋত্বিকের দেহ। বাড়ির দোতলা থেকে উদ্ধার করা হল ৪৫ বছরের রজনী সিংয়ের দেহ। বাঁধা ছিল হাত আর মুখ। প্রতিটি দেহই রক্তাক্ত। পাশে পড়েছিল ইট-পাথরের টুকরো। তারপর থেকেই খোঁজ নেই বাড়ির ছোটছেলে সিদ্ধার্থের।

প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের ধারণা, প্রথমে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানো হয়েছে ৩ জনকেই। তারপর থেঁতলে দেওয়া হয়েছে দেহগুলো। খুনের কারণ সম্পর্কে এখনও অন্ধকারে পুলিশ। তবে স্থানীয় সূত্রে খবর, মানসিক বিকারগ্রস্ত ছিল সিদ্ধার্থ। ১২ বছর ধরে চিকিৎসাও চলছিল তার।

রাজ্যপাল কি অনির্দিষ্টকাল আটকে রাখতে পারেন বিল?

প্রতিবেদন: রাজ্যপালরা কি অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনও বিল আটকে রাখতে পারেন? প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের ৫ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চের প্রশ্ন, রাজ্যপালরা এইভাবে দিনের পর দিন যদি বিল আটকে রাখেন, তাহলে তা আইনসভাকে তো অকেজো করে দেবে। এই ধরনের পরিস্থিতি কি আদালতের ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও ক্ষমতাই নেই। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিক্রম নাথ, পিএস নরসিমা ও এ এস চন্দুর করের সাংবিধানিক বেঞ্চে বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি ছিল। এই মামলায় তামিলনাড়ু ছাড়াও রয়েছে বাংলা, কেরল ও পাঞ্জাব।

প্রেমিকাকে খুন করে দেহ ৭ টুকরো

প্রতিবেদন: ভয়ঙ্কর কাণ্ড যোগীরাজ্যে। প্রেমিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে তাঁর দেহ ৭ টুকরো করে কেটে বস্তায় ভরে কুয়োতে ফেলে দিল গ্রামের প্রাক্তন প্রধান। নৃশংস এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাঁসিতে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রেমিকা রচনা প্রেমিক সঞ্জয়কে বিয়ে করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। দুই সন্তানের বাবা সঞ্জয় তাই রচনাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার ফন্দি আঁটে। গত ৯ অগাস্ট তাঁকে খুন করে। মাথা ও পা ফেলে দেয় লখেরি নদীতে। কয়েকদিন আগে ঝাঁসিতে উদ্ধার হয় ৩৫ বছরের রচনার মুণ্ডহীন দেহ। এই শিউরে উঠেছে গোটা এলাকা। দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

চড়ের প্রতিশোধ! নবম শ্রেণির ছাত্রের গুলিতে জখম শিক্ষক

প্রতিবেদন: দেশজুড়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে স্কুল-সংক্রান্ত একের পর এক অপরাধের ঘটনা সামনে আসছে। গুজরাত এবং মধ্যপ্রদেশের পর এবার বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডে একটি ভয়াবহ শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে। উত্তরাখণ্ডের কাশীপুরে (উধম সিং নগর) একটি বেসরকারি স্কুলে নবম শ্রেণির এক ছাত্র শিক্ষককে লক্ষ্য করে পিস্তল থেকে গুলি চালায়। এতে ওই শিক্ষক গুরুতর আহত হয়েছেন।

জানা গিয়েছে, দু'দিন আগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক একটি প্রশ্নের ভুল উত্তর দেওয়ায় ওই ছাত্রকে চড় মেরেছিলেন। সেই চড়ের প্রতিশোধ নিতেই ছাত্রটি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় টিফিন বক্সে একটি পিস্তল লুকিয়ে রেখেছিল। ক্লাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রটি পিছন থেকে শিক্ষকের ডান কাঁধের নিচে গুলি করে। আহত শিক্ষকের নাম গগনদীপ কোহলি। গুলিটি সরাসরি শিক্ষকের ডান কাঁধের নিচে বিঁধে মেরুদণ্ডের কাছে আটকে যায়। একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিন ঘণ্টা অপারেশনের পর চিকিৎসকরা তাঁর শরীর থেকে গুলিটি বের করতে সক্ষম হন। বর্তমানে ওই শিক্ষককে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ এবং ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। পুলিশ ছাত্রটিকে আটক করে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করবে। নবম শ্রেণির ছাত্রর হাতে পিস্তল এল কীভাবে তা জানতে এই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত ছাত্রের বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

হ্রদের জলে গাড়ি ডুবিয়ে খুন মহিলাকে

প্রতিবেদন: বিয়ে করতে রাজি হননি প্রৌঢ়কে। সেই রাগে এক মহিলাকে গাড়ি-সহ হ্রদের জলে ডুবিয়ে মারল ওই প্রৌঢ়। নৃশংস এই ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের হাসন জেলার চন্দ্রহাল্লিতে। পুলিশে জানিয়েছে, অভিযুক্ত রবির সঙ্গে শ্বেতা নামে এক বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলার পরিচয় হয়েছিল কর্মস্থলে। ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয় সম্পর্ক। শ্বেতাকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে শুরু করে বিবাহিত রবি। শ্বেতা রাজি না হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত রবি গাড়িতে শ্বেতাকে নিয়ে হ্রদে নেমে পড়ে। নিজে বেরিয়ে এলেও মৃত্যু হয় শ্বেতার।

আমাদের বেতন কোথায়? নীতীশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মাদ্রাসা শিক্ষকদের

প্রতিবেদন: ভোটমুখী বিহারে মিথ্যে প্রচার চালিয়েই ফের একবার গদি ধরে রাখার চেষ্টায় জেডিইউ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। যুব সম্প্রদায়কে চাকরির টোপ থেকে শুরু করে মহিলাদের ভাতা, ভোটের লোভে মরিয়া নীতীশ। তবে এবার তিনি থমকে গেলেন মাদ্রাসা শিক্ষকদের সামনে। বকেয়া বেতনের দাবিতে সামনে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকে পেয়েই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিহারের মাদ্রাসার শিক্ষকরা। বিহারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিরাট কাজ করেছে নীতীশ সরকার। এমনই কথা বলে নিজেকে জাহির করেন নীতীশ। পাটনার বাপু সভাঘরে এক অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তৃতা চলাকালীন বিহারের জোট সরকারের পর্দা ফাঁস করে দেন মাদ্রাসার শিক্ষকরা।

আচমকাই এক শ্রেণির শিক্ষক উঠে দাঁড়িয়ে দাবি করেন, তাঁদের বেতন দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া। এর আগে একাধিকবার তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু নীতীশ কুমারের সরকার তাঁদের কোনও কথায় কান দেয়নি। বেগতিক দেখে মঞ্চ থেকেই নিজে হাতে শিক্ষকদের লিখিত অভিযোগ সংগ্রহ করেন নীতীশ কুমার। সেই সঙ্গে বিহার পুলিশ দ্রুত তৎপরতার সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সভা ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। এই ঘটনায় গভীর অস্বস্তিতে বিজেপি-নীতীশ জোট।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাকিস্তানের জেলবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ২০২৩ সালের মে মাসে সামরিক ঘাঁটিতে হামলার সঙ্গে সম্পর্কিত আটটি মামলায় জামিন পেলেন। বৃহস্পতিবার পাক সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে

সংসদ এবারও দেখল তৃণমূলের জোশ

বিরোধীদের নেতৃত্বে বাংলার শাসক দলই

২১ জুলাই থেকে ২১ অগাস্ট। টানা একমাসের বাদল অধিবেশনে লোকসভা এবং রাজ্যসভার তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরাই কার্যত বিরোধী জোটকে নেতৃত্ব দিলেন। বিরোধী শিবিরের চালিকাশক্তি হিসাবে নজর কাড়ল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলই। অধিবেশনের শেষদিনে দলের পারফরম্যান্স একনজরে।

● লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা গোটা অধিবেশনেই এসআইআর ও বাংলা ভাষা ইস্যুতে লাগাতার বিক্ষোভ দেখিয়ে গিয়েছেন। অধিবেশনের দিনগুলিতে সকালে মকরদ্বারের সামনে তৃণমূল সাংসদদের প্ল্যাকার্ড হাতে টানা স্লোগান, কখনও বাংলায় গান বা আবৃত্তি নজর কেড়েছিল শাসক থেকে বিরোধী সব দল, এমনকী সাংবাদিক-আলোকচিত্রীদেরও।

● বিহারে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার নামে নির্বাচন কমিশনের ভোটচুরির চক্রান্তে বিরুদ্ধে শুরু থেকেই সরব ছিল বাংলার শাসকদল। অন্য বিরোধীরাও এই ইস্যুতে তৃণমূলের প্রতিটি পদক্ষেপ সমর্থন করেছে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শমতো বিজেপি ও কমিশনের যৌথ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে এই আন্দোলন সংসদের বাইরেও নিয়ে গিয়েছেন তৃণমূল সাংসদরা। নির্বাচন কমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর কর্মসূচির প্রধান উদ্যোক্তা ছিল তৃণমূলই। বাংলা সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন হাতে সংসদ থেকে মিছিল শুরু করেন বিরোধীরা। দুই কক্ষের কয়েকশো বিরোধী সাংসদের সেই বিক্ষোভ মিছিলেও নজর কেড়েছিল তৃণমূল। তাই তাঁদের বাধা দিতেই নজিরবিহীনভাবে মিছিলে হামলা চালায় অমিত শাহর পুলিশ। মহিলা সাংসদদের চরম হেনস্থা করে থানায় বসিয়ে রাখা হয়। নির্বাচন কমিশনের সামনে সেদিন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপ এড়িয়ে পৌঁছে যান

সাংসদ দোলা সেন, মমতাবালা ঠাকুর ও প্রতিমা মণ্ডল।

● বাদল অধিবেশনে বিরোধীদের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ঘোষণা ও মনোনয়ন পর্বে তৃণমূল সাংসদরা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষত বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটে না থাকা আম আদমি পার্টির সমর্থন নিশ্চিত করতে তৃণমূলের ভূমিকা ইঙ্গিতবাহী। উপরাষ্ট্রপতি পদে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডির নাম ঘোষণার দিন সকালে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়ি গিয়ে বৈঠক করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। এরপরই বিরোধী প্রার্থীকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত জানায় আপ।

● চলতি অধিবেশনের একেবারে শেষলগ্নে চরম অসাংবিধানিক বিল এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিলের নামে কার্যত সুপার ইমার্জেন্সি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে মোদি সরকার। বিলের লক্ষ্য হল

"TADIPAR" GO BACK!

বিচারবিভাগকে এড়িয়ে সাংবিধানিক পদাধিকারিদের গদিচ্যুত করা। বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী বা কোনও মন্ত্রী ৩০দিনের বেশি জেলে থাকলে পদ হারাতে হবে। এটিকে কালো দিনে কালো বিল বলে কড়া আক্রমণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এসআইআর থেকে নজর ঘোরাতেই কাপুরুষের মতো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিল পেশ করেছেন। লোকসভায় বিল পেশের সময় তৃণমূলের মহিলা সদস্যদের উপর হামলা করেন সংসদীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ও বিজেপি সাংসদ রভনিত বিট্টু। তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খানকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা হয়। খোদ সংসদীয় মন্ত্রীর আক্রমণের বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি লিখেছেন দলের ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়, মিতালি বাগ ও মহুয়া মৈত্র।

● বৃহস্পতিবার চলতি অধিবেশনের শেষদিনেও এই কলঙ্কজনক সংবিধান সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে রাজ্যসভায় তুমুল বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। রাজ্যসভায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে 'তড়িপার' প্ল্যাকার্ড দেখিয়ে স্লোগান ও বিক্ষোভে প্রতিবাদ জানান দলের উচ্চকক্ষের সদস্যরা। প্রায় ৩৫ মিনিট ধরে ওয়েলে নেমে ও সভাকক্ষে বিরোধী-স্বরকে তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সদস্যরাই।

● চলতি অধিবেশনের মূল্যায়ন করে তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন সরাসরি আক্রমণ করেছেন মোদি সরকারকে। তাঁর যুক্তি, সংসদ সঠিকভাবে চলতে না পারার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব কেন্দ্রের। মোদি সরকারই এখন ক্ষমতায়, তারাই সংসদ চালানোর দায়িত্বে, ফলে তাদেরই জনগণকে জবাবদিহি করতে হবে। সংসদ অচল করে নিজেদের দায় এড়াতে চাইছে নির্লজ্জ এই সরকার।

সংবিধানের অবমাননা করে যে অগণতান্ত্রিক বিল আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে বুধবার লোকসভায় এবং বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদরা দেখিয়ে দিয়েছেন প্রতিবাদ কোন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আক্রমণাত্মক মেজাজে সরাসরি সরকারকে নিজেদের 'প্রতিবাদী বার্তা' পৌঁছে দিয়েছেন তাঁরা। এবারের অধিবেশনে তৃণমূলই যে বিরোধী শিবিরের 'প্রধান মুখ' তা প্রতি পদক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়েছেন দলের দুই কক্ষের সদস্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

‘জলি’ আবার ফিরছে! ‘জলি এলএলবি’ ও ‘জলি এলএলবি ২’-এর পর বড় পর্দায় আসছে ফ্র্যাঞ্চাইজির সেই বহু প্রতীক্ষিত তৃতীয় অধ্যায়— ‘জলি এলএলবি ৩’। পরিচালনায় আগের দুই ছবিরই পরিচালক সুভাষ কাপুর

সিনেস্কোপ

22 August, 2025 • Friday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

আগামী ২৯ অগাস্ট মুক্তি পাচ্ছে দুই ভিন্ন স্বাদের বাংলা ছবি। বিশিষ্ট রান্নার বই লেখিকা এবং আকাশবাণীর সঞ্চালিকা বেলা দে-র বায়োপিক ‘বেলা’। ছবির পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়। অন্যদিকে, পরিচালক আকাশ মালাকারের সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ছবি ‘বহুরূপ’। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

ভিন্ন স্বাদের দুই ছবি

বেলা

রান্না কিন্তু শিল্পই। যাঁরা ভাল রাঁধেন তাঁরা শিল্পী। কিন্তু একটা সময় আমাদের সমাজে রান্নাকে আলাদা করে কোনও বিশেষ গুণ হিসেবে দেখা হত না। বিশিষ্ট রান্নার লেখিকা বেলা দে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় রান্নার গুরুত্ব, রান্না করতেও যে দক্ষতার প্রয়োজন সেই ভাবনাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ‘রান্নার অমনিবাস’, ‘রান্না অভিধান’, ‘হেঁশেল’, ‘সহস্র এক রান্না’, ‘বাঙালির রান্নাঘর’, ‘সহজ রান্নাসমগ্র’, ‘আধুনিক রান্না ও জলখাবার’, ‘নোনতা মিষ্টি জলখাবার’, ‘টিফিনের টুকিটাকি’-সহ আরও একাধিক রান্নার বইও লিখেছেন তিনি। যা আজও জনপ্রিয়। আকাশবাণীতে তাঁর সঞ্চালনায় জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল ‘মহিলা মহল’। হারিয়ে যাওয়া রান্না নিয়ে চর্চা করেছেন তিনি। সেই রান্নাকে নতুন করে ফিরিয়েও এনেছিলেন। সেই রন্ধনপটীয়সী, জিনিয়াস বেলা দে-র বায়োপিক এবার বড়পর্দায়। ছবির নাম ‘বেলা’। পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়। ক্রীড়া সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন অনিলাভ, সম্পাদনা করেছেন একটি পরিচিত ফুড ম্যাগাজিনের, তৈরি করেছেন শর্ট ফিল্মও। এবার তাঁর জীবনের আরও এক নতুন ইনিংস শুরু হল। ‘বেলা’ ছবিটির মাধ্যমে বড়পর্দায় হাতেখড়ি হল তাঁর। কিছুদিন আগে ‘বেলা’র ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান হয়ে গেল সেখানে হাজির ছিলেন পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ ছবির কলাকুশলীরা। কেন এমন একটা গল্প বেছে নিলেন তিনি এই প্রসঙ্গে পরিচালক বললেন, ‘গল্পটা অনেক দিন ধরেই মাথায় ছিল। বেলা দে আমার কিশোর বয়সের অনুপ্রেরণা। ছোট থেকেই দেখে এসেছি বাড়ির মা, কাকিমা, জেঠিমারা রান্না করেন কিন্তু তার জন্য আলাদা কোনও পরিচিতি পাননি কখনও। কদর ছিল না তাঁদের। আজ থেকে সত্তর-আশি বছর আগে মেয়েদের মধ্যে রান্না নিয়ে কিছু করে দেখানোর সাহস এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেওয়ার কাজটাই করেছিলেন বেলা দে। ওঁর ‘মহিলা মহল’ শো শুনতে সবাই অপেক্ষা করে থাকতেন। রেসিপি লিখে রাখতেন। আজকের দিনে যেটাকে আমরা ফুড ব্লগিং বলি, সেটা শুরু করেছিলেন উনি। তাই আমার মনে হয়েছিল এই গল্পটাই আমি বলতে পারি। এই গল্পটার সঙ্গে আমি আরও মানুষকে কানেক্ট করতে পারি। আর বেলা দে-র চরিত্রের কথা যখনই মাথায় এল ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের কথাই মনে হয়েছে কারণ আমার মনে হয়েছিল এই চরিত্রটার জন্য ঋতুপর্ণাই একদম ঠিকঠাক।’

বেলা দে-র গোটা জার্নি, তাঁর জীবনের টানাপোড়েন, সাংসারিক দিক সবটাই উঠে আসবে এই ছবিতে। ছবির মুখ্যভূমিকায় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ছাড়াও রয়েছেন বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়। বাসবদত্তা ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর চরিত্রটির নাম নীলিমা সান্যাল। যিনি ছিলেন দিল্লি অল ইন্ডিয়া রেডিওর প্রখ্যাত বেতার সংবাদপাঠিকা। এছাড়াও রয়েছেন সৌরভ চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, ভদ্রা বসু, বুলবুলি পাঁজা, ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু, তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস প্রমুখ। ছবির সঙ্গীত পরিচালক রণজয় ভটাচার্য এবং অমিত চট্টোপাধ্যায়। গান গেয়েছেন অরিজিৎ সিং, ইপ্সিতা মুখোপাধ্যায়, সোমলতা আচার্য। অরিজিৎ একটা গানের অ্যারেঞ্জমেন্টও করেছেন এই ছবিতে। ছবির প্রযোজনায় অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের সংস্থা গ্রে মাইন্ড কমিউনিকেশন।

বহুরূপ

প্রতিটা মানুষের মধ্যেই নানা আবেগ থাকে যেমন রাগ, দুঃখ, হাসি, কান্না, ভালবাসা, অভিমান, বিরক্তি ইত্যাদি। এই ইমোশন বা আবেগ অনুযায়ী মানুষের চরিত্রেরও বদল ঘটে। তখন সেই আবেগ অনুযায়ী মানুষটি বদলে যায়, বদলায় তার স্বরূপ। মানুষের ভিতরের সেই বদলে যাওয়া আবেগ এবং বেদনার গল্প নিয়ে আগামী সপ্তাহে বড়পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে পরিচালক আকাশ মালাকারের সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ‘বহুরূপ’।

আকাশ মালাকার মূলত থ্রিলার ঘরানার ছবি করতেই পছন্দ করেন। যদিও তাঁর প্রথম ছবিটি ছিল রোম্যান্টিক লাভ স্টোরি। ছবির নাম ‘প্রথমবারে প্রথম দেখা’। ২০২২-এর এই ছবির মুখ্যভূমিকায় ছিলেন ঋতিকা সেন এবং আর্য দাশগুপ্ত। এরপর তাঁর দ্বিতীয় ছবি হল ‘বহুরূপ’। এই ছবিতে পরিচালক তাঁর পছন্দের থ্রিলার জনারটি বেছে নিয়েছেন। গত সপ্তাহেই এই ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পরিচালক আকাশ মালাকার, অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী, ইধিকা পাল-সহ ছবির অন্য কলাকুশলীরা। ‘বহুরূপ’ প্রসঙ্গে পরিচালক বললেন, ‘এই ছবিটা করার আগে প্রায় দু-বছর ওয়ার্কশপ করেছি। ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করতে সময় লেগেছে প্রায় ন-দশমাস। গল্পটা লেখার সময় মূল চরিত্রের জন্য আমার সোহমদার (অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী) কথাই মাথায় এসেছিল কারণ আমি যখন কলেজে পড়ি তখন ওর ‘অমানুষ’ ছবিটা দেখেছিলাম। যে ছবিতে সোহমদা একটি সাইকোর চরিত্রে অভিনয় করেছিল। তাই আমার মনে হয়েছিল এই চরিত্রটার জন্য সোহমদা-ই বেস্ট। ও ছাড়া কেউ করতে পারবে না। আমি আপ্রোচ করলে সোহমদা রাজি হয়ে যায়।’

অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীকে এই ছবিতে দেখা যাবে সাতটা চরিত্রে। যে চরিত্রগুলোই এক-একটা ইমোশন। এই সাতটা চরিত্রের সাতটা লুকও থাকবে। এক অভিনেতার অভিনয়ের অন্ধকারের হারিয়ে যাওয়ার গল্প বলবে ‘বহুরূপ’। আমরা অভিনেতাদের খ্যাতি, নাম-যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি— এগুলোকেই আপাতদৃষ্টিতে দেখতে পাই কিন্তু এর বাইরে একজন অভিনেতারও যে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা থাকে, না-পাওয়া থাকে, হেরে যাওয়া থাকে ‘বহুরূপ’ সেই না-পাওয়ার গল্পটাই বলবে। এর সঙ্গে ছবির পরতে পরতে উঠে আসবে রহস্য-রোমাঞ্চের বেড়াজাল। এই ছবির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইধিকা পাল, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, লোকনাথ দে, ভরত কল, রাজা দত্ত প্রমুখ। ছবির গল্প লিখেছেন পরিচালক স্বয়ং এবং চিত্রনাট্য ও সংলাপ নির্মাণ করেছেন নীলাদ্রি গঙ্গোপাধ্যায়। ছবির সুরকার অর্পিতা এবং অভিষেক। এটা ওদেরও প্রথম কাজ। গানগুলো গেয়েছেন কুণাল গাঞ্জাওয়ালা, অন্তরা মিত্র, রূপম ইসলাম, সোমলতা আচার্য, তিমির বিশ্বাস এবং অর্পিতা প্রমুখ। ছবিটির প্রযোজনা করেছেন চন্দনকান্তি সরকার ও সুশান্ত বিশ্বাসের দুই প্রযোজনা সংস্থা এস ভি ফিল্ম এন্টারটেনমেন্ট ও রুক্মিণী ফিল্মস এন্টারটেনমেন্ট।

বহুরূপের ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে পরিচালক আকাশ মালাকার, সোহম চক্রবর্তী ও ইধিকা পাল। —ছবি শুভেন্দু চৌধুরী

মাঠে ময়দানে

ইউএস ওপেনের মিক্সড ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন সারা এরানি ও আন্দ্রেয়া ভাবাসোরি

ভারত-পাক ম্যাচের ছাড়পত্র এশিয়া কাপে

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের জন্য সবুজ সংকেত ক্রীড়ামন্ত্রকের। তবে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দুই দেশের মধ্যে কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অনুমোদন দেওয়া হবে না। এই সিদ্ধান্ত শুধু ক্রিকেট নয়, সব ধরনের খেলায় প্রযোজ্য হবে। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপে মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। পহেলগাঁয়ের জঙ্গি হামলার পর থেকেই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি লেজেন্ডস লিগে পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট করেছিলেন হরভজন সিং, শিখর ধাওয়ান, যুবরাজ সিংরা। এর পরেই দাবি উঠেছে, এশিয়া কাপের পাকিস্তান ম্যাচও বয়কট করার। যদিও বৃহস্পতিবার ক্রীড়ামন্ত্রক সূত্রের খবর, পাকিস্তানের প্রতি ভারত সার্বিকভাবে যে মনোভাব পোষণ করে, সেটা ক্রীড়াক্ষেত্রেও বজায় থাকবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বা পাকিস্তানের গিয়ে ভারতের কোনও ক্রীড়া দল কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে না।

একইভাবে পাক ক্রীড়াবিদদেরও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলার জন্য ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। তবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আয়োজিত বহুদেশীয় কোনও টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে ভারত।

ভারতের মাটিতে যদি অলিম্পিক কিংবা বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, তাহলে সেই টুর্নামেন্ট খেলার অনুমতি দেওয়া হবে পাকিস্তানকে। যদিও কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট যদি পাকিস্তানের মাটিতে হয়, তাহলে ভারতীয় দলকে পাঠানো হবে কি না, স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ যে হচ্ছে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এদিকে, চলতি সপ্তাহে ভারতে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ হকি। বিদেশমন্ত্রক ভিসা দিলেও, শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ভারত আসছে না পাকিস্তান হকি দল।

রাহানের ইস্তফা

মুম্বই : শেষ দুটো মরশুম তিনি ছিলেন দলের অধিনায়ক। কিন্তু নতুন মরশুম শুরুর আগেই মুম্বইয়ের নেতৃত্ব ছেড়ে দিলেন অজিঙ্ক রাহানে। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়াতে রাহানে নিজেই এই খবর জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, মুম্বইয়ের নেতৃত্ব দেওয়া আমার কাছে বিরাট সম্মানের। নতুন একটা মরশুম শুরু হতে চলেছে। তার আগে নতুন নেতা খুঁজে নেওয়ার এটাই সঠিক সময়। তাই আমি আর অধিনায়কের দায়িত্বে থাকতে চাই না। তবে খেলোয়াড় হিসাবে মুম্বইয়ের হয়ে সেরাটা দিতে আমি দায়বদ্ধ। মুম্বইকে আরও ট্রফি জেতানোই লক্ষ্য। প্রসঙ্গত, রাহানের নেতৃত্বে সাত বছরের খরা কাটিয়ে ২০২৩-২৪ মরশুমে রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মুম্বই। রাহানের বদলে মুম্বইয়ের নতুন নেতা শার্দুল ঠাকুর।

তপস্যার সোনা

নয়াদিল্লি : বুলগেরিয়ার সামাকভে আয়োজিত অনূর্ধ্ব-২০ কুস্তি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন তপস্যা গেহলোট। ১৮ বছর বয়সী তপস্যা মেয়েদের ৫৭ কেজি বিভাগের ফাইনালে নরওয়ের ফেলিসিতাস দোমাজেভাকে হারিয়ে সোনা জিতেছেন। গত বছর অনূর্ধ্ব ২০ বিভাগে এশিয়া সেরা হয়েছিলেন তপস্যা। এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জিতলেন। তপস্যার বাবা পরমেশ গেহলোটও কুস্তিগির হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একটা পর্যায়ের পর আর এগোতে পারেননি। তাই মেয়েকে কুস্তিগির হিসাবে গড়ে তোলেন। তপস্যার সাফল্যের মধ্যে দিয়েই স্বপ্নপূরণ হল তাঁরও।

নেতৃত্বে সালিমা

নয়াদিল্লি : আসন্ন মহিলা এশিয়া কাপ হকিতে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার সালিমা টেটে। বৃহস্পতিবার কুড়ি জনের দল ঘোষণা করেছে সর্বভারতীয় হকি ফেডারেশন। প্রসঙ্গত, চিনের হাংঝাউ শহরে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শুরু হবে মেয়েদের এশিয়া কাপ হকি। চলবে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি আগামী বছরের হকি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। ফলে ভারতীয় মেয়েদের জন্য এই টুর্নামেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়া কাপে ভারত রয়েছে বি গ্রুপে। সঙ্গে রয়েছে জাপান, থাইল্যান্ড এবং সিঙ্গাপুর।

অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রস্তুতি

কানপুরে এ ম্যাচে খেলতে চান রোহিত

মুম্বই, ২১ অগাস্ট : তাঁর অনিশ্চিত ক্রিকেট ভবিষ্যতের মধ্যেই ভারত এ দলের হয়ে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন রোহিত শর্মা। অস্ট্রেলিয়া এ দল ভারতে তিনটি একদিনের ম্যাচে খেলতে আসছে। রোহিত তাতে অংশ নিতে চান বলে খবর। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালের পর থেকে রোহিত আর কোনও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেননি। একই অবস্থা বিরাট কোহলিরও। আগেই শোনা গিয়েছিল যে তিনিও এ ম্যাচে নামতে চান অস্ট্রেলিয়া সফরে আগে। দুই মহাতারকার সামনে এখন পড়ে আছে শুধু একদিনের ক্রিকেট। দুজনেই টেস্ট ও টি ২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের এ দলের মধ্যে তিনটি বেসরকারি একদিনের ম্যাচ হবে কানপুরে। ২৯ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচ। শেষ ম্যাচ হবে ৫ অক্টোবর। এরপরই অস্ট্রেলিয়ায় তিনটি একদিনের ম্যাচ ও পাঁচটি টি ২০ ম্যাচ খেলতে সেদেশে যাবে ভারতীয় দল। শোনা যাচ্ছে এই সফরের আগে ম্যাচ প্র্যাকটিস পেতে দেশের মাঠে এ দলের তিনটি একদিনের অংশ নিতে চান রোহিত। এটাও জানা গিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আরও কিছুদিন থাকতে চাইলে ডিসেম্বরের বিজয় হাজারে ট্রফিতেও দেখা যেতে পারে রোহিতকে।

অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়ে ক্রিকেটমহলে প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে এইজন্য যে, এই সফরে হিটম্যান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নিতে পারেন। কারন নির্বাচকরা ২০২৭ বিশ্বকাপের জন্য নতুন ওডিআই অধিনায়ক বেছে নিতে চান। এশিয়া কাপের পর নির্বাচকরা এটা নিয়ে আলোচনায় বসবেন বলে খবর।

এশিয়া কাপে দলে নেই, তোপ বাবার

একদিনের নেতৃত্বে ভাবা হচ্ছে শ্রেয়সকে

মুম্বই, ২১ অগাস্ট : এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ পড়া শ্রেয়স আইয়ার আবার খবরের শিরোনামে। শোনা যাচ্ছে রোহিত শর্মার অবসরের পর তাঁকে ভারতের একদিনের দলের অধিনায়ক করা হতে পারে।

মঙ্গলবার এশিয়া কাপের দল ঘোষণা হয়েছিল। তাতে শ্রেয়সের নাম না দেখে ক্রিকেট ভক্তরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। শ্রীকান্ত, অশ্বিন, হরভজন সিংয়ের মতো প্রাক্তনও মুম্বই ব্যাটারের হয়ে আওয়াজ তোলেন। তবে নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকর বলেছিলেন, শ্রেয়সকে দলে নেওয়ার মতো জায়গা নেই। তাঁর এই বক্তব্য মানতে চাননি ক্রিকেটপ্রেমীরা।

এই আবহে শ্রেয়সকে নিয়ে নতুন খবর উঠে এসেছে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভাল খেলে আসা শ্রেয়সকে একদিনের দলের নেতৃত্বে বসানোর কথা ভাবা হচ্ছে। তবে এটা রোহিত অবসর নেওয়ার পরই। বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, টেস্টের পর শুভমনকে টি ২০তেও ভবিষ্যতের অধিনায়ক ভাবা হচ্ছে। রোহিত অধিনায়ক হিসাবে অস্ট্রেলিয়া সফরের গেলেও ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত তাঁকে কেউ দেখছেন না। ফলে নতুন ওয়ান ডে অধিনায়কের খোঁজ চলছে। নির্বাচকরা এশিয়া কাপের পর এই নিয়ে আলোচনায় বসবেন।

এদিকে, ছেলে এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ পড়ায় শ্রেয়সের বাবা সন্তোষ ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন তাঁর ছেলেকে আর কী করতে হবে? তিনি দাবি করেছেন ছেলে বাদ পড়লে বলে আমার কপাল এমন ছিল। কাউকে দোষারোপ করে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে হতাশ তো হয়ই।

বুমরাদের জন্য এবার চালু হচ্ছে ব্রঙ্কো টেস্ট

মুম্বই, ২১ অগাস্ট : জাতীয় দলের পেসারদের ফিটনস নিয়ে খুশি নয় বিসিসিআই। তাই এবার থেকে রাগবির ধাঁচে ব্রঙ্কো টেস্ট চালু হচ্ছে জসপ্রীত বুমরাদের জন্য। গত ইংল্যান্ড সফরে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে তিনটের বেশি টেস্ট খেলেননি বুমরা। সিরিজ চলাকালীন চোট পান আকাশ দীপ। একমাত্র মহম্মদ সিরাজ টানা পাঁচটি টেস্ট খেলেছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে গৌতম গম্ভীরের অন্যতম সহকারী তথা টিম ইন্ডিয়ার স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান লে রু প্রস্তাব দিয়েছেন ব্রঙ্কো টেস্ট চালু করার। তিনি চান, ভারতীয় পেসাররা জিমে সময় কাটানোর থেকে মাঠে গিয়ে বেশি দৌড়াদৌড়ি করুন। এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন গম্ভীরও। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ইয়ো-ইয়ো টেস্ট ও দু'কিলোমিটার ট্রায়াল রানের ব্যবস্থা আগে থেকেই রয়েছে। এবার যোগ হতে

চলেছে ব্রঙ্কো টেস্টও।

রাগবি খেলোয়াড়রা এই অভিনব ফিটনেস টেস্ট দিয়ে থাকেন। এই টেস্টে প্রথমে ২০ মিটার দৌড়ে ফের স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে আসতে হয়। এরপর ৪০ মিটার দৌড়তে হয়। তার পর ৬০ মিটার। এই পুরো প্রক্রিয়া হল একটি সেট। এভাবে একবার পাঁচটা সেট করতে হয়। এই পাঁচটি সেট পুরো করতে একজন খেলোয়াড়কে মোট ১২০০ মিটার দৌড়তে হয়। যা শেষ করতে হয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে। বোর্ড সূত্রের খবর, বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা কয়েকজন ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই এই টেস্ট দিয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কোচ ম্যাট ডালির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন নম্বরে থাকা কোকো গফ

মাঠে ময়দানে
22 August, 2025 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

জাতীয় দলেও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে বাঙালিরা

বিস্ফোরক ক্রীড়ামন্ত্রী

প্রতিবেদন : ভারতীয় ফুটবল দলে বাঙালিদের এখন প্রায় দেখাই যায় না। জাতীয় ফুটবল দল নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বাঙালি বিদ্বেষী মনোভাব দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের।

বৃহস্পতিবার নবমহাকরণে স্বামী বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত জেলা ক্লাব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে এতদিন বাঙালি ফুটবলার খেলতে পারত। আমি এবং ক্রীড়া দফতর থেকে উদ্যোগ নেওয়ার পর ভূমিপুত্রের সংখ্যাটা বেড়ে পাঁচ থেকে ছয় হয়েছে। তবে আমরা চাই সংখ্যাটা যেন ৮ বা ৯ হয়। কলকাতা লিগে তো কলকাতা তথা বাংলার ফুটবলারদেরই খেলা উচিত। সেই লক্ষ্যেই তো এই টুর্নামেন্ট। কেন্দ্রীয় সরকার তো বটেই, কর্তারাও (ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত) এই বঞ্চনার সঙ্গে যুক্ত।

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বঞ্চনার মাধ্যমে বাংলাকে যে আটকানো যাবে না, সেটাও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন ক্রীড়ামন্ত্রী। অরূপ বিশ্বাস বলেন, এইভাবে কখনও বাংলার প্রতিভাকে দমিয়ে রাখা যায়নি, বাংলাকেও হারানো যায়নি। বাংলা থেকে অনেকেই ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলার প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব ছাড়া ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি সম্ভব নয়।

ক্রীড়ামন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী মরশুমে কলকাতা লিগের শুরু থেকেই তিন প্রধান ময়দানে নিজেদের মাঠেই ম্যাচ খেলবে। হকি লিগের খেলাগুলি যাতে যুবভারতী এবং ডুমুরজলার নতুন অ্যাস্ট্রোটার্ফের স্টেডিয়ামে হয় সেই চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি, এই বছর কলকাতা লিগের শেষ দিকের ম্যাচগুলি তিন প্রধান ঘরের মাঠেই খেলবে।

এদিন জেলা ক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিনহা, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, আইএফএ-র সহসভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস ও সৌরভ পাল-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

অভিনব'র সোনা শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বাংলার তরুণ শুটার অভিনব সাউয়ের কীর্তি। কাজাখস্তানে অনুষ্ঠিত ১৬তম এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র এয়ার রাইফেল বিভাগে সোনা জিতলেন আসানসোলের ছেলে অভিনব। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে অভিনবকে অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমাদের আসানসোলের ছেলে অভিনব সাউ কাজাখস্তানে অনুষ্ঠিত ১৬তম এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র এয়ার রাইফেল বিভাগে সোনা জিতে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। আমি অভিনবকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাই। ওর অভিভাবক, পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদেরও আমার অভিনন্দন। আগামীতে অভিনব'র আরও সাফল্য কামনা করছি।' প্রতিযোগিতায় ভারত ১৪টি সোনা, ৬টি রুপো এবং ৬টি ব্রোঞ্জ নিয়ে পদক তালিকায় শীর্ষেই রয়েছে।

তুষারের গোলে মানরক্ষা বাগানের

মোহনবাগান ১ সুরুচি ১

প্রতিবেদন : দূরপাল্লার শটে দুরন্ত গোল করে সুরুচি সংঘকে এগিয়ে দিয়েছিলেন হাওকিপ। এমন গোলের জন্য কয়েক মাইল হাঁটা যায়। কিন্তু সুরুচি সংঘ সেই গোল ধরে রাখতে পারেনি। ০-১ গোলে পিছিয়ে থেকে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন মোহনবাগানের। তুষার বিশ্বকর্মার গোলে ম্যাচে সমতা ফিরিয়েও জয়সূচক গোল পায়নি সবুজ-মেরুনের জুনিয়র ব্রিগেড। অথচ গোলের একাধিক সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। সুরুচির বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করায় সুপার সিক্সের দৌড় থেকে ক্রমশ দূরে সরছে ডেগি কার্ডোজোর দল। ৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এ'-তে ষষ্ঠ স্থানে মোহনবাগান। সমসংখ্যক ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে সুরুচি।

সমতা ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস তুষারের।

ম্যাচ ড্র করে সুরুচির কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, মোহনবাগানের জুনিয়র দলের সঙ্গে ড্র আমার কাছে হারের সমান। আর কবে আমরা জিতব? এদিন প্রথমার্ধের শেষ দিকে সুরুচিকে অসাধারণ একটি গোলে এগিয়ে দেন হাওকিপ। দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া লড়াই করে ম্যাচে ফেরে মোহনবাগান। ৮৭ মিনিটে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের স্বস্তি দিয়ে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান তুষার। তবে একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত জয় আর আসেনি বাগানের। ডুরান্ড কাপে ব্যর্থতার পর লিগের দৌড় থেকেও ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে সবুজ-মেরুন। এদিকে, শুভাশিস বসু ও মনবীর সিং বল পায়ে প্র্যাকটিস শুরু করলেন।

আগারকরের চুক্তির মেয়াদ বাড়াল বোর্ড

মুম্বই, ২১ অগাস্ট : এশিয়া কাপের দলগঠন নিয়ে প্রবল সমালোচনার মধ্যেই খবর, প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকরের চুক্তির মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ফলে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত পদে থাকছেন আগারকর। তবে বাদ পড়তে পারেন অন্যতম নির্বাচক এস শরথ। তাঁর চার বছর পূর্ণ হচ্ছে। শরথের বদলে নতুন মুখ চাইছেন বোর্ড কর্তারা। বাকিদের মধ্যে শিবসুন্দর দাস, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজয় রাতরা খুব সম্ভবত থেকে যাচ্ছেন।

২০২৩ সালের জুনে প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন আগারকর। এর পর থেকে ভারতীয় ক্রিকেটে অনেক পালাবদল হয়েছে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা টি-২০ এবং টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিককে বিদায় জানিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিনও। আবার আগারকরের আমলে আবার দুটো আইসিসি ট্রফি জিতেছে ভারত— টি-২০ বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, আইপিএলের আগেই আগারকরের চুক্তি বাড়ানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড কর্তার বক্তব্য, আগরকরের কাজে বিসিসিআই খুশি। তাই ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত ওঁর চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তবে বোর্ড চুক্তির মেয়াদ বাড়ালেও, এশিয়া কাপের দলগঠন নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন আগারকর। সাংবাদিক বৈঠকে শ্রেয়স আইয়ারের বাদ পড়া নিয়ে তিনি যে সাফাই দিয়েছিলেন, তাকে হাস্যকর বলেছেন প্রাক্তন তারকা কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত।

আইএসএল শুনানি আজ

প্রতিবেদন : আইএসএল নিয়ে অচলাবস্থা কি কাটবে? শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে নজর ফুটবলমহলের। আইএসএলের ১১ ক্লাবের অনুরোধে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মামলা শুনবে সর্বোচ্চ আদালত। আইএসএলের ক্লাব জোটের তরফে ফেডারেশনের মামলার তদারকিতে থাকা আদালত বান্ধবের কাছে নতুন করে আবেদনে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপের জন্য অনুরোধ করার জন্য। আদালত বান্ধবের কাছে ক্লাব জোটের তরফে চিঠি দিয়ে লেখা হয়েছে, আইএসএলের একটি মরশুম বাতিল হলে সমর্থক, স্পনসর, ফিফা, এএফসি-র আস্থা হারাবে ভারত। যা ভারতীয় ফুটবলকে আরও পিছিয়ে দেবে। ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থার দিকে নজর রেখেছে ফিফা, এএফসি-ও। এদিকে ডুরান্ড কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ায় সামনে কোনও টুর্নামেন্ট না থাকায় ধন্দে ইস্টবেঙ্গল।

মেসিহীন মায়ামিকে জেতালেন সুয়ারেজ

সুয়ারেজের উচ্ছ্বাস।

ফ্লোরিডা, ২১ অগাস্ট : হাল্কা চোটের কারণে লিএনেল মেসিকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো। যদিও জোড়া গোল করে মেসির অভাব টের পেতে দিলেন না লুইস সুয়ারেজ। ইন্টার মায়ামিও ২-১ গোলে মেক্সিকোর ক্লাব টিগ্রেসকে হারিয়ে লিগস কাপের সেমিফাইনালে উঠেছে। গ্যালারিতে বসে দলের জয় উপভোগ করেছেন মেসিও।

ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে আয়োজিত কোয়ার্টার ফাইনালে ২৩ মিনিটেই পেনাল্টি আদায় করে নিয়েছিল ইন্টার মায়ামি। নিজেদের বক্সের মধ্যে হ্যান্ডবল করেন টিগ্রেসের হাভিয়ের আকুইনো। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি সুয়ারেজ। তবে বিরতির আগেই ধাক্কা খায় মায়ামি। চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন জর্ডি আলবা। একই সঙ্গে রেফারির সঙ্গে তর্ক করে লাল কার্ড দেখেন মেসিদের কোচ মাসচেরানোও! ফলে দ্বিতীয়ার্ধে কোচের ভূমিকা পালন করেন মাসচোরানোর সহকারী লিয়ান্দ্রো স্তিলিতানো।

গ্যালারিতে বসে মেসি।

ম্যাচের ৬৭ মিনিটে ফের ধাক্কা। এবার টিগ্রেসের আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড অ্যাঞ্জেল কোরেয়া গোল করে ম্যাচ ১-১ করে দেন। তবে নাটকের তখনও বাকি ছিল। ৮৭ মিনিটে ফের পেনাল্টি আদায় করে নেয় মায়ামি। এবারও বক্সের ভিতরে হ্যান্ডবল করেছিলেন টিগ্রেসের আকুইনো। ফের পেনাল্টি থেকে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন সুয়ারেজ। তবে ম্যাচের একেবারে শেষদিকে এডগার লোপেজের হেড পোস্টে লেগে ফিরে না এলে, ম্যাচটা ড্র করে দিতে পারত টিগ্রেস।

মাঠে ময়দানে
22 August, 2025 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অন্তত হার্ড কাস্টটা গিয়েছে। এটাই পজিটিভ। চোট নিয়ে বিরাট আপডেট ঋষভ পন্থের

ডায়মন্ড হারবারের জন্য যুবভারতী চলো

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে শনিবার ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ডায়মন্ড হারবারকে সমর্থন করতে যুবভারতী ভরানোর ডাক দিলেন ক্লাব সচিব তথা প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন বাকিরাও। কে, কী বললেন, তুলে ধরল জাগোবাংলা।

■ **মানস ভট্টাচার্য (সচিব, ডায়মন্ড হারবার)**
ক্লাবের সচিব হিসেবে আমি বাংলার সমস্ত প্রাক্তন ফুটবলারদের আবেদন করছি ফাইনালে মাঠে আসার জন্য। তাঁরা গ্যালারিতে থাকলে উদ্বুদ্ধ হবে দলের জুনিয়র ফুটবলাররা। তবে শুধু প্রাক্তন নয়, বাংলার সমস্ত ক্রীড়ামোদী মানুষকেও মাঠে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সবাই ডায়মন্ড হারবারকে সমর্থন করুন যাতে আমরা বাংলার সম্মান রাখতে পারি।

■ **দেবব্রত সরকার (শীর্ষকর্তা, ইস্টবেঙ্গল)**
ইস্টবেঙ্গলের থেকে ডায়মন্ড হারবার ভাল খেলেছে বলেই ওরা ফাইনাল খেলছে। আমি চাইব সারা বাংলা যেন ফাইনালে ডায়মন্ড হারবারের পাশে থাকে। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের কাছেও আবেদন করছি, তাঁরা যেন মাঠে এসে ডায়মন্ড হারবারকে সমর্থন করেন।

■ **দেবাশিস দত্ত (সভাপতি, মোহনবাগান)**
ডায়মন্ড হারবার ক্লাব প্রথম দিন থেকে পেশাদারিত্ব দেখিয়েছে। কিবু ভিকুনার মতো একজন বিদগ্ধ কোচকে দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে কোচিং করানোর জন্য নিয়ে আসাটা পেশাদারিত্বের চূড়ান্ত নির্দশন। তাই ডায়মন্ড হারবারের সাফল্যে আমি অবাক নই। আমরা চাই ডুরান্ড বাংলায় থাকুক। তাই ডায়মন্ড হারবারকে আমাদের সবার সমর্থন করা উচিত।

■ মিকেল-জবি-লুকাদের এই উচ্ছ্বাস শনিবারও দেখতে চান বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা।

■ **রাজু আহমেদ (সচিব, মহামেডান)**
দেশের প্রথম ক্লাব হিসেবে বিদেশিদের হারিয়ে অভিষেকেই ডুরান্ড জিতেছিল মহামেডান। অনেক দিন পর আরও একটা বাংলার ক্লাব ডুরান্ড ফাইনাল খেলতে নামছে। বাংলার সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন ফাইনালে মাঠে থেকে ডায়মন্ড হারবারকে সমর্থন করেন।

■ **সুব্রত ভট্টাচার্য (প্রাক্তন ফুটবলার)**
ডায়মন্ড হারবারের ডুরান্ড ফাইনালে ওঠা ভারতীয় তথা বাংলার ফুটবলের জন্য ভাল বিজ্ঞাপন। ওরা নিশ্চয়ই পেশাদারি দক্ষতায় ক্লাব চালাচ্ছে। শুধু কোচ, ফুটবলার নয়, কর্মকর্তারাও টিমের পাশে রয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আশা করি, বাংলার সমর্থন সঙ্গে নিয়ে ডায়মন্ড হারবারই চ্যাম্পিয়ন হবে।

■ **শিশির ঘোষ (প্রাক্তন ফুটবলার)**
ডায়মন্ড হারবারের ম্যানেজমেন্ট টিমকে আমি কৃতিত্ব দেব। কোনও সাফল্য একজনের জন্য আসে না। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব যেমন একটা ফ্যাক্টর, তেমনই কোচ, ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফ, টিমের চিকিৎসক, ট্রেনার, ফিজিও, স্পনসর, সবার ভূমিকা রয়েছে এই সাফল্যের পিছনে। আমি চাইব, বাংলার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ ফাইনালে মাঠে গিয়ে ডায়মন্ড হারবারকে সমর্থন করুন।

■ **আলভিটো ডি'কুনহা (প্রাক্তন ফুটবলার)**
ডায়মন্ড হারবারের ম্যান ম্যানেজমেন্ট কতটা ভাল সেটাই বোঝা যাচ্ছে। সেটা নাহলে আত্মপ্রকাশের তিন বছরের মধ্যে একটা দল এক একটা ধাপ পেরিয়ে আই লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারত না। ডায়মন্ডের ডুরান্ড কাপের ফাইনাল খেলাটাও কোনও অঘটন নয়। ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে বলে ক্লাবের প্রাক্তন হিসেবে আমি চাইব না, ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার হেরে যাক। বরং খুশি হব বাংলার একটা নতুন ক্লাব বহুদিন পর ডুরান্ড জিতলে।

■ **নবাব ভট্টাচার্য (কর্ণধার, ইউনাইটেড স্পোর্টস)**
ডায়মন্ড হারবারের আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালী। আমি মনে করি, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব এবং কোচ কিবু ভিকুনার অভিভাবকত্বে এগিয়ে চলেছে ডায়মন্ড হারবার। আমরা যারা বাংলার ফুটবলের সঙ্গে জড়িয়ে তারা অবশ্যই চাই, ডুরান্ড বাংলায় থাকুক।

ফাইনাল জিতে উৎসব চান জবি

প্রতিবেদন : পুরনো ক্লাবের বিরুদ্ধে তাঁর প্রমাণ করার লড়াই ছিল। নিজেকে প্রমাণ করেই ইস্টবেঙ্গলকে ডুরান্ড কাপ থেকে ছিটকে দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের গোলমেশিন জবি জাস্টিন। লাল-হলুদ জার্সিতে অতীতে ডার্বিতে গোল করেছেন। কেরলের সেই ছেলেই যুবভারতীতে গোল করে মশাল নিভিয়েছেন। তবে পুরনো দলের বিরুদ্ধে সম্মান জানিয়েই গোলের উৎসব করেননি জবি। বরং উৎসব তুলে রাখলেন ফাইনালের জন্য। শনিবার নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে হারিয়েই সতীর্থদের সঙ্গে বিজয়োৎসবে মাততে চান আইএম বিজয়নের রাজ্যের ফুটবলার।

■ জবির চোখ ট্রফিতে।

উল্কার গতিতে উত্থানের পরেও নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন জবি। শেষ পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারের মঞ্চে কামব্যাক। ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে জবি বললেন, আমার জন্য বিশেষ মুহূর্ত। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সরে যাওয়ার পর কথাও শুনতে হয়েছিল। বলা হয়েছিল, আমি নাকি শেষ হয়ে গিয়েছি। আমি যে শেষ হয়ে যাইনি, তা প্রমাণ করতে পেরে খুশি। তবে গোল করে দলকে জিতিয়ে উৎসব তুলে রেখেছি। ফাইনাল জিতেই উৎসব করতে চাই।

কিবু-মন্ত্রেই ছুটছে হীরক বাহিনী

অনির্বাণ দাস

বাটানগর থেকে কলকাতা ময়দান হয়ে ডুরান্ড ফাইনাল! ডায়মন্ড হারবারের এই রূপকথায় উড়ানের নেপথ্যে বড় অবদান রয়েছে এক স্প্যানিশ ভদ্রলোকের।

কিবু ভিকুনা। তাঁর কোচিংয়ে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই দৌড়চ্ছে হীরক বাহিনী।

বরাবরই প্রচার থেকে আড়ালে থাকতে ভালবাসেন। বাজার গরম করা মন্তব্য না করে নিজের কাজটা মন দিয়ে করে থাকেন। অতীতে মোহনবাগানকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন করেও চাকরি হারিয়েছিলেন! কিন্তু তখনও কিবুর মুখ থেকে একটাও আলটপকা মন্তব্য বেরোয়নি। বরং মোহনবাগান নিয়ে যখনই মুখ খুলেছেন, তখনই পুরনো ক্লাবের প্রতি ভালবাসা ঝরে পড়েছে।

এমনকী, ডুরান্ডের ফাইনালে ওঠার পরেও কিবুর শরীরী ভাষা কোনও মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস ছিল না। বরং স্প্যানিশ কোচ এবার পাখির চোখ করছেন ট্রফিকে। গ্রুপ লিগে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে হেরেছিল বটে ডায়মন্ড হারবার। কিন্তু সেদিনও ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকাকালীনও তুল্যমূল্য লড়াই করেছিলেন কিবুর ফুটবলাররা। পেনাল্টি আর লাল কার্ডের পর গোটা দলের ছন্দটাই নষ্ট হয়ে যায়। যার প্রভাব পড়েছিল ম্যাচের ফলাফলে।

তবে কিবুর বড় গুণ বরফশীতল মস্তিষ্ক। মোহনবাগান ম্যাচের ভুল থেকে নেওয়া শিক্ষা সেমিফাইনালে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। ডায়মন্ড হারবারের স্প্যানিশ কোচের অন্যতম হাতিয়ার, বিপক্ষের শক্তি এবং দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে পাল্টা রণনীতি তৈরির ক্ষমতা। কিবু জানতেন, এই ইস্টবেঙ্গল দলের মূল অস্ত্র উইং দিয়ে আক্রমণ। এবারের ডুরান্ডে দারুণ ফর্মে ছিলেন এডমুন্ড লালরিনডিকা ও বিপিন সিং। প্রতি ম্যাচেই দুই প্রান্ত দিয়ে আক্রমণের ঝড় তুলেছেন লাল-হলুদের দুই উইঙ্গার। কিবু তাই শুরুতেই যেটা করলেন, সেটা হল এডমুন্ড ও বিপিনের উইং দিয়ে দৌড় বন্ধ করে দেওয়া। বিপিন তাও কিছুটা দৌড়েছেন। কিন্তু এডমুন্ড তো ডাহা ফ্লপ। বাধ্য হয়েই মাঝমাঠ দিয়ে সরাসরি আক্রমণ শানাতে হয়েছে লাল-হলুদকে। যা মিকেল, কিমা, রবিলাল মান্ডিদের পায়ের জঙ্গলে বারবার আটকে গেল। বাধ্য হলেই বিরতিতে এডমুন্ডকে তুলে নেন অস্কার ব্রুজো। বাঁ দিকের উইংয়ে উঠে আসেন নাওরেম মহেশ। এতে ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠে একজন পাস বাড়ানোর লোক কমে গেল।

কিবুর প্ল্যান বি ছিল, জমাট রক্ষণের পাশাপাশি কাউন্টার অ্যাটাকে বাজিমাত করা। সেটাও দারুণভাবে কাজে লেগেছে। গোটা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের দাপট বেশি থাকলেও, ডায়মন্ড হারবার যতবার পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে, কেঁপে গিয়েছে লাল-হলুদ রক্ষণ। ডায়মন্ডের দুটো গোলই কিবুর পরিকল্পনার ফসল।

কিবুর কোচিংয়ে কতটা ধারাবাহিক ডায়মন্ড হারবার? একটা পরিসংখ্যান দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে হারের আগে পর্যন্ত টানা ৩৩ ম্যাচ অপরাজিত ছিল দলটা! শনিবার ডুরান্ড ফাইনাল। এবার সামনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড। বাংলা ফুটবলের পতাকা এই মুহূর্তে ডায়মন্ড হারবারের হাতেই।